



ড্যাগরন

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর
 Founder: J.C.Paul ■ Former Editor: Paritosh Biswas



JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-118 ■ 3 February, 2025 ■ আগরতলা ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ২০ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দিল্লির নির্বাচনী সভায় প্রধানমন্ত্রী গত এক দশকে দেশের অর্থনীতি পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে উন্নীত হয়েছে

নয়া দিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হিস.)। গত এক দশকে ভারতের অর্থনীতি দশম থেকে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে উন্নীত হয়েছে। জোর দিয়ে বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, ভারতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে এবং নাগরিকদের আয় বাড়ছে। যদি পরিস্থিতি অতীতের মতো থাকত, তাহলে দেশের ক্রমবর্ধমান আয় সম্ভবত কেলেঙ্কারির দ্বারা আপস হয়ে যেত। প্রধানমন্ত্রী মোদী রবিবার দিল্লির আর কে পুরমে একটি নির্বাচনী জনসভায় করেছেন। এই জনসভায় তিনি বলেছেন, ভারতের উন্নয়নে আমাদের মধ্যবিত্তদের বিরাট



অবদান রয়েছে। শুধুমাত্র বিজেপিই মধ্যবিত্তকে সম্মান করে এবং সংকরদাতাদের পুরস্কৃত করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'গতকাল বাজেট পেশ হওয়ার পর থেকে সমগ্র মধ্যবিত্তরা বলছেন, ভারতের ইতিহাসে এটি তাদের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক বাজেট। আমাদের সরকার ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপার্জনকারী ব্যক্তিদের জন্য আয়কর সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়েছে। এই পরিবর্তন মধ্যবিত্ত নাগরিকদের হাজার হাজার টাকা সাশ্রয় করবে। এই কারণেই আমি বলেছি, এই বাজেট মধ্যবিত্তের পক্ষেই বেশি টাকা দেবে।'

মণিপুরে আশ্বিন সন্তান সহ নিষিদ্ধ সংগঠনের সক্রিয় ক্যাডার গ্রেপ্তার

ইমফল, ২ ফেব্রুয়ারি (হিস.)। মণিপুরে চাঁদাবাজি ও অপহরণের সঙ্গে যুক্ত অভিযোগে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছে নিষিদ্ধ দুই সংগঠনের হাতে গ্রেফতার হয়েছে দুই সক্রিয় ক্যাডার। তাদের হেফাজত থেকে বেশ কিছু অবৈধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। আজ রবিবার মণিপুরে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর এক সূত্র এ খবর দিয়ে জানিয়েছে, কাকচিং, খউবাল এবং ইমফল পশ্চিম জেলায় চাঁদাবাজি, ক্যাডার নিয়োগ এবং অপহরণ সহ নানা ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের দায়ে 'কংলেই পাক কমিউনিস্ট পার্টি' (কেসিপি-তাইবান্দানবা) এক সক্রিয় ক্যাডারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লিসাথেম রাজেশ সিং (৩০) নামের কেসিপি-তাইবান্দানবার ক্যাডারকে কাকচিং জেলার ওয়াইং থানাভিত্তিক ল্যান্ডমেইডং মামাং আওয়াং লেইকই এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার হেফাজত থেকে তিনটি মোবাইল ফোন হাটসেট, একটি প্যান কার্ড, একটি আধার কার্ড, একটি ভোটার কার্ড এবং ২,২৪০ টাকা সম্মত একটি ওয়ালেট বাজেয়াপ্ত করেছেন অভিযানকারী নিরাপত্তা কর্মীরা। সূত্রটি জানিয়েছে, গতকাল ইমফল পশ্চিম জেলার পাটসেই থানার অন্তর্গত বৃহৎ বাজারে অন্য এক অভিযানে নিরাপত্তা কর্মীরা 'ন্যাশনাল রেভোলিউশনারি ফ্রন্ট অব মণিপুর' (এনআরএফএম)-এর এক সক্রিয় ক্যাডার মেইত্রাম সমরজিং সিং (৫০)-কে গ্রেফতার করেছেন।

সমরজিংয়ের হেফাজত থেকে দুই রাউন্ড গুলি ভরতি ম্যাগাজিন সহ একটি পয়েন্ট (.) ৩২ পিস্তল, পাঁচটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, একটি প্যান কার্ড, একটি ভোটার কার্ড, একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং নগদ ৮ হাজার টাকা সম্মত একটি ওয়ালেট। এদিকে, চাঁদাবাজি কার্যকলাপ সংক্রান্ত অভিযোগে মণিপুরের ইমফল পশ্চিম জেলায় জঙ্গি সংগঠন 'আরামবাই টেস্টোল'-এর তিন সক্রিয় ক্যাডারকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। আজ রবিবার সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা বাহিনী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার জেলার কেইথেলমানবি এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা ইমফল-জিরিবাম জাতীয় সড়কে চলাচলকারী বাণিজ্যিক যানবাহনের চালকদের কাছে তোলা আদায় করছিল। সে সময় খাজাম জর্জ সিং (২৮), আবুজাম নরেন্দ্র সিং (২১) এবং ওয়াহেবাম অমরজিং সিং (৩৫) নামের তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে তাদের ডেরায় অভিযান চালিয়ে নয়টি পেপার রোল, একটি থার্মাল প্রিন্টার, একটি অতিরিক্ত অ্যাটেনশন সাথে দুটি হ্যান্ডহেল্ড ওয়্যারলেস স্টেট, দুটি আধার কার্ড, দুটি নোটবুক, দুটি মানিবাগ, নগদ ১,৬০০ টাকা এবং একটি চার চাকার গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সূত্রটি জানিয়েছে, নিরাপত্তা কর্মীরা পার্বত্য ও উপত্যকা জেলার প্রান্তিক ও কুঁকিপূর্ণ এলাকায় তাদের অনুসন্ধান অভিযান অব্যাহত রেখেছেন।

দুর্গাচৌমুহনী কাটাখালের পাশে ঔষুধের স্তুপ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি। রাজধানীর দুর্গাচৌমুহনী এলাকায় কাটাখালের পাশে আজ বিপুল পরিমাণে ঔষুধ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কে বা কারা এই ঔষুধগুলো ফেলেছে, তা এখনও জানা যায়নি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যখন তারা চিকিৎসার জন্য যান, তখন তাঁদের প্রায়শই বলা হয় বাইরে থেকে ঔষুধ কেনার জন্য। অথচ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জনগণের অর্থে কেনা ঔষুধ মজুত থাকা সত্ত্বেও সেগুলি ব্যবহার করা হয় না। অনেক সময় সেই ঔষুধগুলি নষ্ট হয়ে যায়, আর পরে এভাবে বার্তাভেং ফেলে দেওয়া হয়। উন্মুক্তভাবে ঔষুধগুলো ফেলে দেওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, এই ঔষুধগুলোর মধ্যে যদি কোনো বিষাক্ত বা ক্ষতিকারক ঔষুধ থাকে, আর কোনো শিশু যদি ভুলবশত সেগুলো খেয়ে ফেলে, তাহলে মারাত্মক বিপদ হতে পারে। স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের এই বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে মনে করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিকে, স্থানীয়দের অনেকেই একে ৩ ও ৬ এর পাতায় দেখুন

৪০ ফুটের সরস্বতী মূর্তি ও পূজা প্যাভেলের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি। রাজ্যের সবচেয়ে বড় সরস্বতী মূর্তি তৈরি হয়েছে রাজধানী বড়দোয়ালীতে। রবিবার সমস্ত পঞ্চমী পূর্ণ্যতিথিতে ৪০ নং ওয়ার্ড কর্তৃক আয়োজিত এই সরস্বতী পূজার উদ্বোধন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। এছাড়াও এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলাকার বৃদ্ধ নাগরিকদের সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন এলাকার ব্যয়াজোষ্ঠী নাগরিকদের হাতে সম্মান তুলে দেন। এ ধরনের পূজার আয়োজন এবং সামাজিক কর্মসূচির জন্য পূজো আয়োজকদের সাধুবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও আগরতলা পৌরনিগমের ৪০ নং ওয়ার্ড কর্তৃক বাণী বন্দনার আয়োজন করা হয়েছে। এবছর ৪০ ফুট উঁচু সরস্বতী মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং ন'দিনব্যাপী মেলাও আয়োজন করা হয়েছে।

আটক দুই রোহিঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি। দিল্লী থেকে ট্রেনে আগরতলা হয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় জামচৌমুহনী এলাকায় মধুপুর থানার পুলিশের হাতে আটক দুই রোহিঙ্গা। পুলিশ জানায়, অভিযুক্ত দুজনেই কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের বাসিন্দা। দিল্লী ও জম্মু কাশ্মীরে প্রাস্টিক কোম্পানীতে দীর্ঘদিন ধরেই শ্রমিক হিসাবে কাজ করে আসছিল। মধুপুর থানা পুলিশ আরো জানিয়েছে, ধৃতদের নাম মো: রফিক এবং উমর ফারুক। বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার ক্যাম্প থেকে তারা এসেছে। এই দুজন অনেকেদিন ধরে দিল্লিতে ছিল। সেখানে কাজ সেরে বাংলাদেশে যাওয়ার পথে মধুপুর থানার পুলিশ তাদের আটক করে।

প্রাক্তন শিক্ষিকার ফিল্ড ডিপোজিটের ১৮ লাখ টাকা উধাও, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি। ফের অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষাধিক টাকা উধাওয়ের গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ ব্যাংকের বিরুদ্ধে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে থানার দারত্ব হলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উদয়পুর শহরের গিরিধারী পল্লীর অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সুনীতি দত্ত সেন মোট ১১ কিস্তিতে উদয়পুরে এইচডিএফসি ব্যাংকে মোট ১৮ লক্ষ টাকা ফিল্ড ডিপোজিট করেন। গত ৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রথম ফিল্ড ডিপোজিটের টাকা মেচুরিটি হয়। তার পরদিন তিনি ব্যাংক টাকা তুলতে যান। তখন ব্যাংক ম্যানেজার সুনীতি দত্ত সেনকে বলেন তিনি ফিল্ড ডিপোজিটের টাকা নাকি আগেই তুলে নিয়েছেন। যথারীতি বৃদ্ধা মহিলার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কারণ তিনি ওনার নিজের একাউন্ট থেকে কোন টাকায় তুলেননি। পরে মহিলা জানতে পারেন, উনার ১১টি ফিল্ড ডিপোজিট সময়েই আগে ভেঙে ফেলা হয়েছে। অথচ সবকটি ফিল্ড ডিপোজিটের সার্টিফিকেট সুনীতি দত্ত'র কাছেই আছে। মোট ১৮ লক্ষ টাকা উধাও সুনীতি দত্ত সেনের অ্যাকাউন্ট থেকে। ফিল্ড ডিপোজিটের সব নথি উনার নিজের কাছেই রয়েছে। তাহলে নথি ছাড়া ব্যাংক

উঠালে। ঘটনার পরেই ব্যাংকের তরফ থেকে বেশ কয়েকজন আধিকারিক বারবার মহিলার বাড়িতে গিয়েছেন। তারা তদন্ত করছেন বলেও জানিয়েছেন। কিন্তু প্রায় ১৫ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত কোন সুরাধা হইনি। তাই শেষ পর্যায়ে এইচডিএফসি ব্যাংকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছেন সুনীতি দত্ত সেন।

কৈলাসহরে নেশাকারবারি স্বামী-স্ত্রীকে গণধোলাই দিল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ ফেব্রুয়ারি। কৈলাসহরের ইরানি থানার লাতিয়াপুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে নেশা কারবারি ও তার স্ত্রীকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে গাছের সাথে বেঁধে রাখেন স্থানীয় জনতা। নেশার করাল গ্রাস থেকে এলাকাকে রক্ষা করার জন্য রবিবার সকালে ৮টা নাগাদ কৈলাসহর লাতিয়াপুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জনতা একত্রিত হয়ে এক নেশা বিক্রেক্তার বাড়িতে হানা দেয়। জানা গেছে এই নেশার বিক্রেক্তার নাম দেবদাস দেবনাথ। সে দীর্ঘদিন ধরে ব্রাউন সুগার, ইয়াবা ট্যাবলেট সহ বিভিন্ন নেশা সামগ্রী বিক্রি করে আসছে। দেবদাস দেবনাথ এর বাড়ির পাশে দিনমজুর এক ব্যক্তি নেশা আসক্ত হওয়ার কারণে পরিবারের ঋণাড়া-বিবাদ হওয়ার ফলে উনার স্ত্রী বাড়ি থেকে চলে যায় এবং উনার একটি ছেলে বিকলাঙ্গ। বাড়িতে ঋণাড়া-দাওয়া না করতে পেরে গতকাল

ছুটি বাগদেবী সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সকল পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা। আজ সোমবার ৩ ফেব্রুয়ারী জাগরণ ও রেপুবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর সকল কর্মীদের ছুটি। তাই, মঙ্গলবার ৪ ফেব্রুয়ারী এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

জমির বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও হেনস্থার শিকার ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২ ফেব্রুয়ারি। জমির বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও হেনস্থার শিকার হতে হয় নিধু রত্ন পাল কে। ঘটনটি ঘটেছে মেলাঘর সুভাষনগর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে নিধুরত্ন পাল জানিয়েছেন, নরেশ বর্মনের কাছ থেকে অগ্রিম ২'লক্ষ টাকা নিয়ে জায়গাটি বায়না করেছেন নিধু রত্ন পাল। জায়গাটি মালিক নরেশ বর্মন ওয়ারিশমূলে দুলু বর্মন। জানাগেছে, জায়গাটি নরেশ বর্মন, ওয়ারিশ মূলে দুলু বর্মনের হলেও সেখানে থাকছেন ইন্দ্রজিৎ বর্মন। পেছনে ইন্দ্রজিৎ বর্মনের আরেকটি জায়গা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নিধু রত্ন পাল জায়গাটি তাদের হাতে হস্তান্তর করার জন্য বলা হলেও দুলু বর্মন সেটি করেননি। এবারে নিধুরত্ন পাল যখন ওই জায়গায় অস্থায়ীভাবে একটি ঘর নির্মাণ করতে যান তখন সেখানে বাধা দান করেন ইন্দ্রজিৎ বর্মন। অভিযোগ ইন্দ্রজিৎ বর্মন এবং তার পরিবারের সদস্যরা অস্থায়ী নির্মিত ঘরটি ভেঙে চুরমার করে দেয়। ইন্দ্রজিৎ বর্মনের নামে সেই জায়গা নেই বলে জানান নিধু রত্ন পাল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেলাঘর থানায় ৩ ও ৬ এর পাতায় দেখুন

জল সংকট, কুমারঘাটে রাস্তা অবরোধ করলেন মহিলারা



নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২ ফেব্রুয়ারি। কুমারঘাট রতিয়াবাড়ি ট্রাক সিল্ডিকেট এলাকায় স্থানীয় মহিলারা রবিবার সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেছেন। গত পাঁচ দিন ধরে

এলাকায় জল সংকট দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মহিলারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, জলের মেশিনটি প্রায়শই বিকল হয়ে যায়। এর ফলে তারা চরম

দুভোগের শিকার হচ্ছেন। অবরোধকারীরা। আরো জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও কোনো ৩ ও ৬ এর পাতায় দেখুন

কিছু জিনিস সত্যিই অকৃত্রিম
 যেমন মা-র হাতের রান্না,
 সেদিন থেকে আজও
 সিস্টার

Share your experiences: Visit us at - sisterspices.in
 For Trade Enquiry: marketing@sisterspices.in
 Follow us on: [Social Media Icons]

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং
২০ মাঘ, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বাগদেবীর আরাধনা

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা ভাবিলেই সবার মনে এক দেবী আসেদেবী সরস্বতী। প্রতি বছর, বসন্ত পঞ্চমীতে, ভক্তরা তাকে উদযাপন করে এবং পূজা করে। এই বছর, ২রা ফেব্রুয়ারি বসন্ত পঞ্চমী। চলবে তেশারা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, যাহা বিশ্বব্যাপী হিন্দুরা পালন করবে। দেবী সরস্বতী জ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্পকলা, প্রজ্ঞা এবং শিক্ষার হিন্দু দেবী হিসাবে পূজনীয়। বসন্ত পঞ্চমীতে, ভক্তরা জ্ঞান ও জ্ঞানের দেবীকে সম্মান জানাইতে সরস্বতী পূজা করে। সরস্বতী পূজার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আচারগুলির মধ্যে একটি হইল দেবীর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য বই, যন্ত্র এবং জ্ঞানের অন্যান্য সরঞ্জাম স্থাপন করা। সরস্বতী পূজা উদযাপন ছাত্রদের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং যাহারা জ্ঞান ও শিক্ষার সন্ধান করে তাহারা তাহাদের একাডেমিক এবং শৈল্পিক প্রতিভা বাড়াইতে দেবীর কাছে প্রার্থনা করে। উভটি বসন্তের গুরুত্ব সাথে মিলিয়া যায়, এটি পুনর্জন্ম, সম্প্রসারণ এবং সম্পদের সময় হিসাবে দেখা হয়। উজ্জ্বল রং, বিশেষ করিয়া হলুদ যা বসন্তের আগমন এবং সরিষা ফুলের ফুলের প্রতিনিধিত্ব করে, উদযাপনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনেক সংস্কৃতিতে, সরস্বতী পূজাকে শুভ দিন হিসেবে উদযাপন করা হয় যখন ছোট বাচ্চাদের প্রথম স্কুলে পাঠানো হয়। "অক্ষরভ্যাসম"-এর আচার তাহাদের বর্ণমালার সাথে পরিচয় করাইয়া দেয়, এবং এটা বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে শেখার সূচনা করা সরস্বতীর আশীর্বাদ দান করে, শিক্ষাগত কৃতিত্ব নিশ্চিত করে। কিছু অঞ্চলে, উভটি ফসল কাটার মৌসুমের সূচনাও করে, কৃষকরা কৃষি সাফল্যের জন্য দেবী সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা করে। আজকের দ্রুতগতির বিশ্বে সরস্বতী পূজার তাৎপর্য আগের চেয়ে বেশি উদযাপিত হয়। আমরা তথা যুগের চ্যালেঞ্জগুলি নেভিগেট করিবার সাথে সাথে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার সাধনা আগের চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। উভটি আমাদের সহজাত কৌতুহল এবং সৃজনশীলতার সাথে বিরতি, প্রতিফলিত এবং পুনরায় সংযোগ করার অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে। শিক্ষার্থীদের জন্য, সরস্বতী পূজা একাডেমিক সাফল্যের জন্য দেবীর আশীর্বাদ পাওয়ার সময় হিসাবে উদযাপিত হয়। অনেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেখানে শিশুদের শেখার আনন্দের সাথে পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। বই, কলম এবং নোটবুকগুলি মূর্তির কাছে রাখা হয়, যাহা শিক্ষার উপর দেবীর ডোমেনের প্রতীক। কিন্তু সরস্বতী পূজার গুরুত্ব শ্রেণীকক্ষের বাইরে পালিত হয়। এমন একটি বিশ্বে যেখানে শিল্প ও সঙ্গীতকে প্রায়ই অবমূল্যায়ন করা হয়, উৎসবটি এই সৃজনশীল সাধনাগুলোকে মানুষের অভিজ্ঞতার জন্য অপরিহার্য হিসেবে উদযাপন করে। এটি শিল্পী এবং সঙ্গীতজ্ঞদের তাদের নৈপুণ্যকে সম্মান করার এবং ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা খোঁজার দিন। এছাড়াও, উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সঙ্গীত এবং কবিতা আবৃত্তির মতো প্রাণবন্ত সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এগুলি কেবল শিক্ষা এবং শিল্পকলার প্রচার করে না বরং ছাত্র, শিল্পী এবং পণ্ডিতদের তাহাদের প্রতিভা প্রদর্শন করিতে এবং জ্ঞানের দেবীর কাছ থেকে নির্দেশনা পাওয়ার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম অফার করে। সরস্বতী পূজার পৌরাণিক শিকড় যতটা আকর্ষণীয়, ততই গভীর। কিংবদন্তি অনুসারে, দেবতা এবং অসুরদের দ্বারা মহান মন্ত্রণের সময় দেবী সরস্বতী দুধের মহাজাগতিক মহাসাগর থেকে আবির্ভূত হন। তার আগমন জ্ঞানের জন্ম এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক স্বচ্ছতার ভোরের প্রতীক, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সরস্বতী পূজার তাৎপর্য তুলিয়া ধরে।

পাকিস্তান ক্রিকেটে আবার বিতর্ক

ইমরানের খানের নেতৃত্বে ১৯৯২ সালে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। তার চার বছর পর ১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক ছিল পাকিস্তান। তার প্রায় ২৯ বছর পর আবার কোনও বিশ্বমানের প্রতিযোগিতার আয়োজক পাকিস্তান। অথচ আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেই ইমরানকে নাকি দূরে রাখতে চাইছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) কর্তারা। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও ঘিরে এমনই অভিযোগ উঠেছে। তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক।

লাহোরের গন্দাফি স্টেডিয়ামে দীর্ঘ দিন ধরে রয়েছে ইমরান খান এনক্লোজার। সম্প্রতি স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে প্রাক্তন অধিনায়কের নামের সেই বোর্ড খুলে ফেলতে দেখা গিয়েছে। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর জল্পনা তৈরি হয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। অনেকে মনে করছেন, ইমরানের নাম কোথাও রাখতে চাইছেন না পিসিবি কর্তারা।

ইমরান শুধু পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক নন, তিনি পাকিস্তানে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীও। দুর্নীতির অভিযোগে তিনি এখন জেলবন্দি। মনে করা হচ্ছে, গন্দাফি স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে ইমরানের নাম লেখা বোর্ড খুলে নেওয়ার নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক কারণ। পাকিস্তানের বর্তমান শাসকদলের বিরোধী ইমরান। তাই পাক সরকার চাইছে না, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো প্রতিযোগিতায় কোথাও ইমরানের নাম থাকুক। তা ছাড়া তিনি দুর্নীতির অভিযোগে জেলবন্দি। দেশের ভাবমূর্তির স্বার্থেও ইমরানের নাম স্টেডিয়াম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশের এই অভিযোগ অবশ্য খারিজ করে দিয়েছেন পিসিবি কর্তারা। তাঁদের বক্তব্য, ক্রিকেটের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও স্টেডিয়াম থেকেই কোনও প্রাক্তন ক্রিকেটারের নামে থাকা এনক্লোজার বা স্ট্যান্ডের নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে না। পিসিবির এক কর্তা বলেনছেন, "কোনও এনক্লোজার বা স্ট্যান্ডের নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে না। সব আগের মতোই থাকবে। সংস্কারের কাজের জন্য আপাতত বোর্ড খুলে নেওয়া হয়েছে। কাজ শেষ হলে আবার বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হবে।"

বিশ্বকাপ জয়ের জন্য ১৯৯২ সালে ইমরানকে সম্মানিত করেছিল পিসিবি। তখন গন্দাফি স্টেডিয়ামের একটি ভিআইপি এনক্লোজারের নামকরণ করা হয় ইমরানের নামে। তা কখনও পরিবর্তন করা হয়নি। পিসিবির কর্তাদের আশ্বাস, এ বারও কোনও পরিবর্তন হবে না।

দেবী সরস্বতীর কাহিনি

সরস্বতীকে প্রথমে আমরা নদীরূপে, পরে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে কল্পনা করে থাকি। তিনি সঙ্গীতেরও দেবী। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, সাহিত্য এবং ইতিহাসে দেবী সরস্বতীর বিভিন্ন কাহিনি এবং বিভিন্ন রূপের কথা জানতে পারি। পুরাণ থেকে জানা যায়, সরস্বতী নদীর মহিমার সঙ্গে নারীজাতির একটি শুচিতার সম্পর্ক ছিল। স্বর্গের সুন্দরী, অঙ্গরা, নর্তকীদের মধ্যে সরস্বতীর প্রভাব ছিল যথেষ্ট।

বিশ্বামিত্র মুনি ছিলেন রাজর্ষি। তিনি ব্রহ্মর্ষি হতে না পারায় মহামুনি বশিষ্ঠের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল না। যেহেতু বশিষ্ঠ মুনি ছিলেন ব্রহ্মর্ষি। অনেক চেষ্টা করেও ব্রহ্মর্ষি হতে না পারায় বশিষ্ঠের প্রতি বিশ্বামিত্রের এক তীব্র ক্ষোভ তাঁকে একেবারে ক্রোধে উদ্ভাদ করে তুলল। তিনি এই সময় সরস্বতী নদীকে আদেশ করলেন, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমকে ভাসিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। কিন্তু সরস্বতী নদী তাতে কোনও মতেই সম্মত হলেন না। তখন বিশ্বামিত্রের অভিশাপে সরস্বতী

বন্ধ নদীতে পরিণত হলেন। সরস্বতীর এই ভয়াবহ রূপ মহাদেব মেনে নিতে পারলেন না। তার আশীর্বাদে সরস্বতী পূর্ববাহা ফিরে পেলেন। শুধু তাই নয়, মহাদেবের বরেই তিনি নারী শ্রেষ্ঠা রূপে সম্মানিত হলেন। মুনি ঋষিদের কাছেও তিনি শুধু গুচিগন্ধা নদী রূপেই নয়, শ্রদ্ধার মূর্ত প্রতীক রূপে চিহ্নিত হলেন।



কিন্তু বিশ্বামিত্রের উদ্বেজনা ছিড়ে আরও বৃদ্ধি পেল। তিনি স্থির করলেন, আরও কঠোর তপস্যা বসবেন। তপস্যায়

চিররঞ্জন সরকার মেনকা। মর্তে আগমন করেই প্রথমে তিনি সরস্বতী নদীতে স্নান সেরে গুচিগন্ধা হলেন। তারপর পঞ্চশরে জর্জরিত বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করে পুঙ্কর তীরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ব্রহ্মর্ষি হওয়া কিংবা স্বর্গের আধিপত্য লাভ কোনওটাই বিশ্বামিত্রের ভাগ্যে

এরাই। একে একে এল উর্বশী, তারপর রত্না। কিন্তু মুনির ধ্যান ভাঙতে বার্থ হলেন। অবশেষে দেবরাজের নির্দেশে এলেন জোটেনি। তার পর? তার পর ইতিহাস বয়ে গিয়েছিল অন্য ধারায়। তবে আমরা যে সরস্বতীর আরাধনা

কবি তিনি বিদ্যার দেবী। সরস্বতী মূলত বৈদিক দেবী। সরস্বতী শব্দের আদি অর্থ হলো জলবতী অর্থাৎ নদী। সরস্বতী শব্দটির বৃৎপঙিত অর্থে সরস্বতু আর স্ত্রী লিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সরস্বতী। তিনি বিদ্যাদেবী, জ্ঞানদায়িনী, বীণা পাণি, কুলপ্রিয়া, পলাশপ্রিয়া প্রভৃতি নামেও পরিচিত। তার এক হাতে বীণা অন্য হাতে পুস্তক। সরস্বতীর নানা রকম মূর্তি আছে, যেমন অন্য নানা দেবদেবীরও। তবে সচরাচর তিনি চতুর্ভুজা, এবং তাঁর চার হাতে বই, মালা, বীণা এবং জলপাত্র কোথাও বা পাত্র থাকে না, বীণাটি দু'হাতে ধরা থাকে। বেদ যেহেতু চারটি ঋক, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব, তাই সরস্বতীর চারটি হাতকে চার বেদের প্রতীক বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে শাস্ত্রমতে চতুর্ভুজের অন্য অর্থ আছে। নানা মুনির নানা মত। একটা মতে, বই হল গদ্যের প্রতীক, মালা কবিতার, বীণা সঙ্গীতের, আর জলপাত্র পবিত্র চিন্তার। সরস্বতীর বাহন হাঁস। রাজহাঁস।

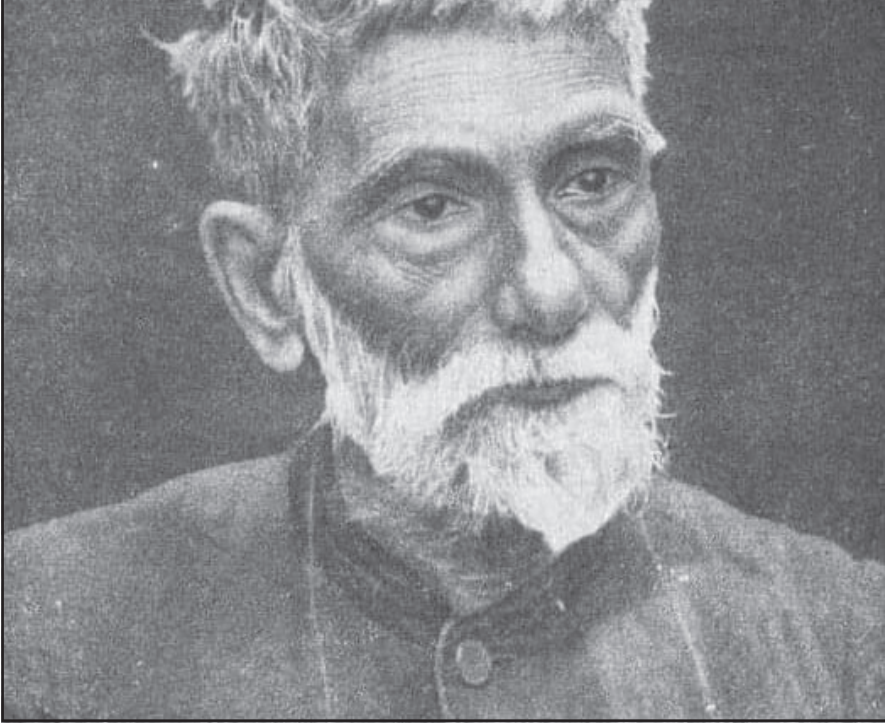
ফুলুকে বলা হয় 'বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী'

ফুলুকে বলা হয় 'বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী'। ব্রিটিশ গোয়েন্দাধারা বলত ফুলু নাকি বিজ্ঞানীর ছদ্মবেশে বিশ্বব্যাপী। ফুলু নাকি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বিপ্লবীদের অস্ত্র কেনার টাকা দিত। ফুলুর দেশপ্রেম এতই উগ্র ছিল, যে ঢাকার একজন উচ্চপদস্থ অফিসার বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'স্যার পি.সি. রায়ের মতো লোক যদি আধ-উজন থাকতেন, এতদিনে দেশ স্বাধীন হয়ে যেত।' ১৯১৯ সালে ফুলুকে ব্রিটিশরা দিয়েছিল (C.I.E.) উপাধি, সেই বছরই কলকাতার টাউন হলে রাউল্যাট বিলের বিরোধিতায় গর্জে উঠেছিল ফুলু, বলেছিল, 'দেশের জন্য প্রয়োজন হলে বিজ্ঞানীকে টেস্ট টিউব ছেড়ে গবেষণাগারের বাইরে আসতে হবে। বিজ্ঞানের গবেষণা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বরাজের জন্য সংগ্রাম অপেক্ষা করতে পারে না।' প্রেসিডেন্সি কলেজে ২৭ বছর পড়িয়েছে ফুলু। ক্লাসে ফুলু পড়াতে বাংলা ভাষায়। নীচের দিকেই ক্লাস নিতে ভালোবাসত ফুলু, সে বলত 'কুমার যেমন কাদার ডেলাকে তার পছন্দমত আকার দিতে পারে হাইস্কুল থেকে সদ্য কলেজে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের তেমন

ছিল এক সাহিত্যিক। ফুলুর ৭০ তম জন্মজয়ন্তীর দিনে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন, আবেগমণ্ডিত কণ্ঠে বিশ্বকবি বলেছিলেন, 'আমরা দুজনে

সর্বজনপ্রিয়, করিলে বিশ্বের জন্য আপন আত্মীয়।' ছোটবেলা থেকেই কলা খেতে ভালোবাসত ফুলু, সকালে টিফিন করত দুটো কলা দিয়ে। চাঁপাকলা ফুলুর খুব

পরেই কংগ্রেস নেতা ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এসেছিলেন ফুলুর কাছে, তাঁর তিনহাজার টাকা দরকার ছিল। যে যুগে এক পয়সায় দুটো কলা পাওয়া



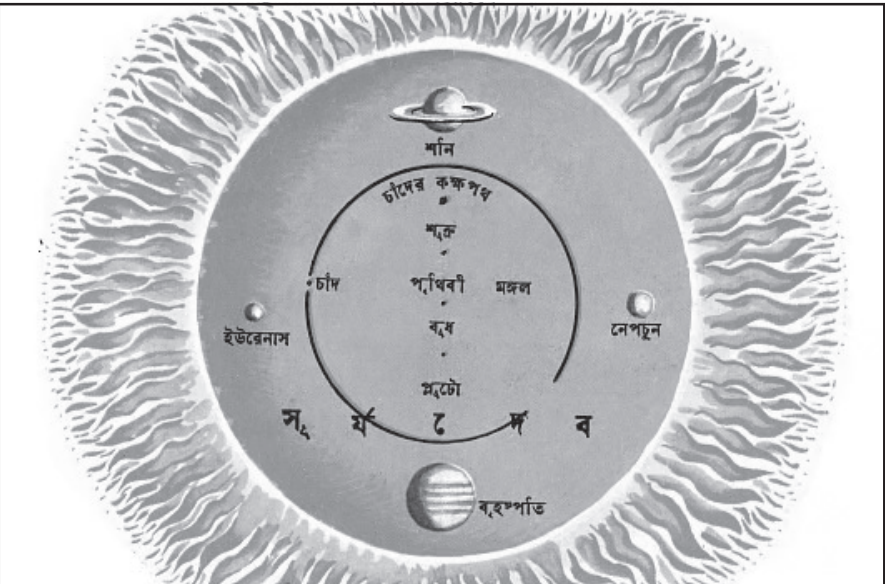
মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমরা কতটা জানি

আমাদের পৃথিবীটা মস্ত বড়। কিন্তু আকাশ আমাদের পৃথিবীর চেয়েও বড়। তার কারণ হলো, আকাশের ভেতরে আছে সূর্য, যা আমাদের পৃথিবীর চেয়ে বড়। আমাদের পৃথিবীর চেয়েও বড় বড় সব তারা, এমনকি আমাদের ছায়াপথ, যার ভেতরে আছে সূর্য, আছে পৃথিবী এবং এত অসংখ্য তারা যে সারা জীবনের ওপনে শব্দ করা যায় না। এমনই বিরাট আমাদের আকাশ। কিন্তু তাই বলে ভেব না যে সে সবচেয়ে বড়। সবচেয়ে বড় হলো আমাদের মহাবিশ্ব। তার কারণ, আকাশ বলা, যত রাজ্যের ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি বলা, মোট কথা প্রকৃতিতে যা কিছু আছে সবকিছুর আশ্রয় এই মহাবিশ্ব। এককথায়, প্রকৃতিতে যা যা আছে, সব নিয়েই আমাদের মহাবিশ্ববিশ্বরঙ্গাও। তোমার যখন রাস্তা দিয়ে চলে, তখন

রাস্তা দিয়ে চলছ তো বাটেই, কিন্তু সেই সঙ্গে মহাবিশ্বের ওপর দিয়েও চলছ। কেননা দুনিয়ায় এমন কোনো রাস্তা নেই যা মহাবিশ্বের বাইরে। সূতরাং, আমাদের মহাবিশ্ব সবচেয়ে বড়। মোট কথা তারচেয়ে বড় আর কিছু নেই। সে হলো আমাদের সবচেয়ে পুরনো, কেননা তার চেয়ে বয়সে বড় আর কেউ নেই। আমাদের ছায়াপথে অনেক অনেক প্রাচীন তারা আছে বাটে, কিন্তু আমাদের মহাবিশ্বের তুলনায় সেই ছায়াপথও নেহাত বালিক। যদিও বালিকা তাকে অবশ্যই বলা যায় না, বরং তাকে নানি বলাই বোধহয় ভালো। কারণ, আমরা নিজেই বলে থাকি যে পৃথিবী আমাদের মা। আর তাই যদি হয় তাহলে ছায়াপথকে বলতে হয় আমাদের মায়ের মা, অর্থাৎ নানি। আর মহাবিশ্ব তারও মা, তারমানে সে আমাদের কে

অরণ্য সোম হইবে, লোকে তোমাকে বলবে আমাদের নানির মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তার কাছ থেকে অনেক স্নেহের ওপরেও আবারতন করে বাটে এমন কোনো জিনিস জেনে নিতে যা আজ অবধি কারও জানা নেই। সপ্তদশ শতাব্দীর ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী

গ্যালিলিও গ্যালিলি আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী কেবল সূর্যের চারপাশেই ঘোরে না, তার নিজের অক্ষদণ্ডের ওপরেও আবর্তন করে বাটে এমনই হলো আমাদের নানির মা। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গেলে



হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

তেল ছাড়াই বানিয়ে নিন চিকেন কাবাব



কোলোস্টেরল, ডায়াবেটিসের মতো লাইফস্টাইল ডিজিজ জীকিয়ে বসলে খাওয়া-দাওয়ার উপর রাশ টানতে হয়। কোনও লাইফস্টাইল ডিজিজের ক্ষেত্রে ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সবচেয়ে জরুরি। মেপে-মেপে খাবার খাওয়ার পাশাপাশি কী খাচ্ছেন এবং কখন খাচ্ছেন সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত সুস্থ থাকতে চিকিত্সকেরা বলেন, তেলে ভাজা খাবার এড়িয়ে যেতে। কিন্তু বিরিয়ানি থেকে শুরু করে বাগার, ফ্রায়েড চিকেন সবকিছুর মধ্যেই তেল পাওয়া যায়। সারা সপ্তাহ ডায়েট মেনে খাবার খেলেও উইকএন্ডে কোনওভাবে মন চায় না তেল-মশলা ছাড়া খাবার খেতে। আবার ডায়েট টিক রাখাও জরুরি। তাই এমন পদের সম্বন্ধ চাই যা স্বাদ ও স্বাস্থ্য দুটোই খোয়াল রাখবে। এই সুযোগে যদি চিকেন কাবাব খাওয়া যায়, তাহলে কেনম হবে? চিকেন কাবাব শুনে ভাবছেন এটা হেলদি নাকি! দোকান থেকে কিনে আনা চিকেন কাবাব মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। তাতে স্বাদ থাকলেও তেল, মাখনের পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু আপনি যদি বাড়িতে চিকেন কাবাব বানান এবং তাতে বিন্দুমাত্র তেল না ব্যবহার করেন, তাহলে সেটা স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে পারে। হ্যাঁ, তেল ছাড়া চিকেন কাবাব বানাতে পারেন বাড়িতেই। চলুন দেখে নেওয়া যাক রেসিপি।

তেল ছাড়া চিকেন কাবাব তৈরির সহজ রেসিপি-

১ কেজি চিকেন নিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন। এবার পালা ম্যারিনেশনে। পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও কাঁচা লস্কান নিন। মিলিয়ে ভাল করে পেস্ট করে নিন। চিকেনের মধ্যে এই মশলাটা দিয়ে দিন। এবার এতে ২০০ গ্রাম মতো টক দুই দিন। আর তার সঙ্গে দিন তদুরি মশলা কিংবা বিরিয়ানি মশলা। এবার

যে ১২টি কারণে প্রতিদিন ১০০ গ্রাম করে পনির খাওয়া উচিত

অনেকেই আছেন দুধ বা দুই খাওয়া পছন্দ করেন না। কিন্তু শরীরকে বাঁচাতে এসব খাবার খুবই প্রয়োজন। এসব ভালো না লাগলে রোজ ডায়েটে রাখতে পারেন পনির মাখন, মটর পনির, শাহি পনির অথবা পালক পনিরের মতো পদ। তা না হলে খুবই বিপদ। কারণ শরীরকে বাঁচাতে এমন কিছু উপাদানের প্রয়োজন পরে, যা দুধ অথবা দুগ্ধজাত খাবারেই বেশি মাত্রায় থাকে।

হাড় শক্ত পান্ডা হই: শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে একদিকে যেমন হাড় দুর্বল হতে শুরু করে, সেই সঙ্গে কোলন ক্যান্সারের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। তাই তো প্রতিদিন এক গ্রাম করে দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিত্সকরা।

হাড় শক্ত পান্ডা হই: শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে একদিকে যেমন হাড় দুর্বল হতে শুরু করে, সেই সঙ্গে কোলন ক্যান্সারের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। তাই তো প্রতিদিন এক গ্রাম করে দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিত্সকরা।



মিনারেল, ১.২ গ্রাম কাবাইহাইড্রেট, ২৬৫ কেসিএল এনার্জি, ২০৮ এমজিএস ক্যালসিয়াম, ১৩৮ এমজি ফসফরাস এবং আরও কত কী! প্রসঙ্গত, এই সবকিছু উপাদানই পনির খাওয়া মাষ্ট। কারণ দুধের লেগে থাকে। বিশেষত একাধিক রোগকে দূরে রাখতে পনিরের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। পনির দিয়ে বানানো নানা পদ খাওয়া শুরু করলে সাধারণত শরীরের যে যে উপকারগুলি হয়, সেগুলি হল।

আর্জির ঘাটতি দূর হয়: আজকাল কি কারণে-অকারণে বেজায় ক্লাস্ত লাগছে? তাহলে বন্ধুরোজের ডায়েটে পনিরকে অন্তর্ভুক্ত করতে দেরি করবেন না যেন। কারণ একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত পনির খাওয়া শুষ্ক করলে শরীরে এমন কিছু উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যার প্রভাবে আর্জির ঘাটতি দূর হতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে শরীরও চর্মা হয়ে ওঠে।

আর্থিটিসের মতো রোগের কষ্ট কমে: পনিরে উপস্থিত ওমেগা থ্রী এবং ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে প্রবেশ করার পর এমন খেল দেখায় যে জয়েন্টের সচলতা বৃদ্ধি পেতে যেমন সময় লাগে না, তেমনি আর্থিটিসের মতো রোগের প্রকোপও কমে। তাই তো বলি বন্ধু, যারা নানাবিধ হাড়ের রোগের শিকার, তারা পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাততে ভুলবেন না যেন!

হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে: অল্পতেই যাদের গ্যাস-অম্বল হয়ে যায়, তারা নিয়মিত পনির খেলে দারুন উপকার পেতে পারেন। আসলে এই খাবারটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস, যা হজমে সহায়ক অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দিয়ে ডাইজেশন প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়, সেই সঙ্গে কোষের কর্মক্ষমতা বাড়াতো ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

হাটের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে: গুণতে অবাঞ্ছিত ওজন বাড়তে গবেষণায় দেখা গেছে পনিরে উপস্থিত পটাশিয়াম, হাটের কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখতেও এই ডেয়ারি প্রডাক্টের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। তাই দীর্ঘদিন যদি হাটকে চাপা রাখতে হয়, তাহলে নিয়মিত পনির খেতে ভুলবেন না যেন!

ফলেটের ঘাটতি মেটে: গর্ভবস্থায় ভাবী মায়েদের শরীরের গঠনে এই উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। গুণু তাই নয়, দেহের অন্তর্ভুক্ত মাষ্ট। কারণ প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস, যা হজমে সহায়ক অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দিয়ে ডাইজেশন প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়, সেই সঙ্গে কোষের কর্মক্ষমতা বাড়াতো ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

ফলেটের ঘাটতি মেটে: গর্ভবস্থায় ভাবী মায়েদের শরীরের গঠনে এই উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। গুণু তাই নয়, দেহের অন্তর্ভুক্ত মাষ্ট। কারণ প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস, যা হজমে সহায়ক অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দিয়ে ডাইজেশন প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়, সেই সঙ্গে কোষের কর্মক্ষমতা বাড়াতো ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাই তো

গ্যাস, অ্যাসিডিটির সমস্যায় ভুগছেন?

অনেকেই আছেন যারা প্রায় প্রতিদিনই গ্যাস, অ্যাসিডিটির মতো নানান সমস্যায় ভোগেন। সারাদিন শরীরের মধ্যে চলতে থাকে নানান কষ্ট। প্রতিনিয়ত খেতে হয় ওষুধ। তবে তা কিন্তু সমাধান নয়, কারণ ওষুধ বেশি খাওয়া একদমই ভালো নয়। জানেন কি এর সমাধানের উপায় আছে মাত্র ৪ খাবারেই। নিয়মিত খান এই খাবার গুলো আর গ্যাস, অ্যাসিডিটির সমস্যাকে বিদায় জানান।

পেট ভালো রাখার কাজে দইয়ের কোনও জুড়ি নেই। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ল্যাকটোব্যাসিলাস। এই ল্যাকটোব্যাসিলাস হল উপকারী ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া কিন্তু অল্পের খোয়াল রাখার কাজে ১০০ তে ১০০। তাই নিয়মিত দুই খান। এছাড়া দইতে রয়েছে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, প্রোটিন ও পটাশিয়ামের ভাণ্ডার। তাই দই খেলে গোট্টা দেহের সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এই কারণে নিয়মিত টক দুই খেতেই হবে। শাকে মজুত রয়েছে বিভিন্ন

কথায় কথায় অ্যান্টিসিড খান?

গ্যাস-অম্বলের সমস্যা মানুষের সারাজীবন। একটু মশলাদার খাবার খেলেই গলা জ্বালা, চোয়া ঢেঁকুড়, পেট খারাপের, বদহজমের সমস্যা দেখা দেয়। আর এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বিশেষজ্ঞের কোনও রকম পরামর্শ না নিয়েই অনেকেই ডাক্তারি করে বসেন।

খান মুঠোমুঠো অ্যান্টিসিড। আর এতেই দেখা দেয় বড় বিপদ। বিশেষজ্ঞরা বাবা-বাবা এই বিষয়ে সতর্ক করলেও কোনও পরিবর্তন হয়নি। একটু সাময়িক স্বস্তি পেতে শরীরের যে কত বড় ক্ষতি হচ্ছে জানুন অ্যান্টিসিড হল ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ। যা কোনও রকম প্রেসক্রিপশন ছাড়াই দোকান থেকে কেনা যায়। আর এতেই মুড়ি-মুড়িকির মতো এই অ্যান্টিসিড খাচ্ছেন মানুষ। এই ওষুধের মূল কাজ হল পাকস্থলীর অ্যাসিডকে প্রশমিত করা। ফলে সাময়িক ভাবে



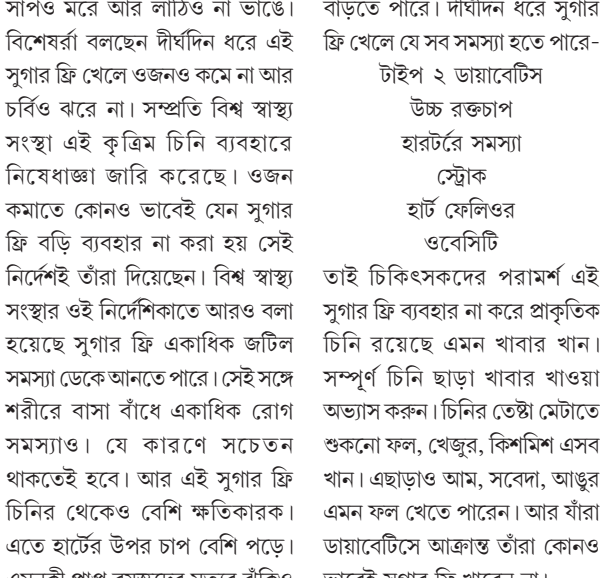
চুলে তেল দিলে চুল তাজা থাকে

চুলে তেল দিলে তবেরই চুল তাজা থাকে। এখন অনেকেই রোজ চুলে তেল দেয়। চুলে তেল দেওয়ার অভ্যাস চলে গিয়েছে। কাজের প্রয়োজনে সকলকেই বাড়ির বাইরে বেরাতে হয়। রোজ চুলে তেল দিয়ে তো বাইরে বেরনো যায় না। শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, চুলে স্টেটিন, হেয়ার পলিশ এই সবের চর্চা তেল দেওয়া ছাড়াই চলে আসছে।

চুলে তেল লাগাতে ভুলে যান। এবার যদি শ্যাম্পু করা হয় তার আগে দিন তেল গরম করে চুলে মালিশ করে সারারাত রেখে দেওয়া হয়। এই সারারাত চুলে তেল দিয়ে রাখার অভ্যাস কতটা যুক্তিযুক্ত? অনেকের ধারণা সারারাত চুলে তেল দিয়ে রাখলে তবেরই চুলে ভাল করে তেল চোকে। সত্যি কি এভাবে চুলের গোড়ায় পুষ্টির যোগান দেওয়া যায়? বিশেষজ্ঞরা বলেন নিয়মিত স্ক্যাল্প তেল মালিশ করলে তবেরই চুল ভাল থাকে। নইলে

রোগা হতে চিনি বাদ দিয়ে সুগার ফ্রি খাচ্ছেন?

অতিরিক্ত চিনি শরীরের জন্য একেবারেই ঠিক নয়। ডায়াবেটিস, হাই ব্লাডপ্রেশার, ওবেসিটি, ফ্যাটি লিভার এবং অন্যান্য শারীরিক প্রদাহ জনিত সমস্যা বাড়ে মাত্রাতিরিক্ত চিনি খেলে। আর তাই বিশেষজ্ঞরা সব সময় সুখম আহারের পরামর্শ দেন। সেই তালিকায় শাক-সবজি, ফল এসবই বেশি পরিমাণে থাকে। ক্যালোরি, কাবাইহাইড্রেট এবং চিনি একেবারেই কম পরিমাণে থাকে।



সাপও মরে আর লাঠিও না ভাঙে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন দীর্ঘদিন ধরে এই সুগার ফ্রি খেলে ওজনও কমে না আর চর্মাও বারো না। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই কৃত্রিম চিনি ব্যবহার নিয়ে খোঁজা জারি করেছে। ওজন কমাতে কোনও ভাবেই যেন সুগার ফ্রি বড়ি ব্যবহার না করা হয় সেই নির্দেশই তাঁরা দিয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওই নির্দেশিকাতে আরও বলা হয়েছে সুগার ফ্রি একাধিক জটিল সমস্যা ডেকে আনতে পারে। সেই সঙ্গে শরীরে বাসা বাঁধে একাধিক রোগ সমস্যাও। যে কারণে সচেতন থাকতেই হবে। আর এই সুগার ফ্রি চিনির থেকেও বেশি ক্ষতিকারক। এতে হার্টের উপর চাপ বেশি পড়ে। এমনকী প্রাপ্ত বয়স্কদের মৃত্যুর ঝুঁকিও

বাড়তে পারে। দীর্ঘদিন ধরে সুগার ফ্রি খেলে যে সব সমস্যা হতে পারে- টাইপ ২ ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ হার্ট রক্তচাপ হার্ট ফেলিওর ওবেসিটি

তাই চিকিৎসকদের পরামর্শ এই সুগার ফ্রি ব্যবহার না করে প্রাকৃতিক চিনি রয়েছে এমন খাবার খান। সম্পূর্ণ চিনি ছাড়া খাবার খাওয়া অভ্যাস করুন। চিনির তেজা মেটাতে শুকনো ফল, খেঁড়, কিশমিশ এসব খান। এছাড়াও আম, সবেদা, আঙুর এমন ফল খেতে পারেন। আর যাঁরা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তাঁরা কোনও ভাবেই সুগার ফ্রি খাবেন না।

মহিলাদের শরীরে অতিরিক্ত অ্যান্ড্রোজেন উৎপাদন হলে কী হয়

হরমোন আমাদের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে রাসায়নিক বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করে এই হরমোন। বৃদ্ধি, প্রজনন থেকে শুরু করে বিপাক সবচেয়েই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই হরমোনের। আর হরমোনের ভারসাম্যহীনতা থেকে ক্যান্সারও হতে পারে। মহিলাদের শরীরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন হল ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন। মহিলাদের শরীরে যৌন হরমোন হল ইস্ট্রোজেন এবং অ্যান্ড্রোজেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন অনুসারে মেয়েদের শরীরে অ্যান্ড্রোজেন বেশি উত্পন্ন হলে সেখান থেকে একাধিক সমস্যা হতে পারে। অ্যালোপেসিয়া, ব্রণ, পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এবং বেশ কিছু

প্রজনন-গত সমস্যার পিছনে দায়ী হল এই অ্যান্ড্রোজেন হরমোন। ডিম্বাশয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অ্যান্ড্রোজেন উত্পন্ন হলে সেখান থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ টেস্টোস্টেরন তৈরি হয়। এর ফলে মহিলাদের মধ্যে পুরুষের বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়। মহিলা এবং পুরুষ উভয়ের শরীরেই এই অ্যান্ড্রোজেন তৈরি হয়। মহিলাদের শরীরে অ্যান্ড্রোজেনের ২০০টিরও বেশি কাজ রয়েছে। মহিলাদের শরীরে যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অ্যান্ড্রোজেন উত্পন্ন হয় তাহলে এই কয়েকটি লক্ষণ দেখা দেয়- অনিয়মিত মাসিক বা পিরিয়ড টানা কয়েক মাসের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া শরীরে অতিরিক্ত চুল মুখে বেশি চুল গজায় পেশী মোটা হয়ে যায় ওজন বাড়ে সেই সঙ্গে আকৃতিগত



কেন্দ্রীয় বাজেটে লিঙ্গভিত্তিক বাজেট ব্যয়-বরাদ্দ: উল্লেখযোগ্য দিক

২০২৫-২৬ এ জেড্ডার বাজেটের বরাদ্দ ৮.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি, যা ২০২৪-২৫ এ ছিল ৬.৮ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২৫: কেন্দ্রীয় অর্থ ও করপোর্টে বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন গতকাল সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন। এই বাজেটের মোট ব্যয় বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে লিঙ্গ সমতা অর্জনের জন্য বরাদ্দ। জেড্ডার বাজেট হিসেবে পরিচিত এই বাজেট বরাদ্দ এবার অনেকটা বেড়েছে। মোট বাজেট বরাদ্দের সাপেক্ষে জেড্ডার বাজেট এর প্রত্নবীত শেয়ার এবংছয় দাঁড়িয়েছে ৮.৮৬ শতাংশ। গত অর্থ বছরে জেড্ডার বাজেট এর শতকরা ভাগ ছিল ৬.৮ শতাংশ।

২০২৫-২৬ এর জেড্ডার বাজেট সংক্রান্ত বিবৃতি অনুসারে, এবারের বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মহিলা

ও মেয়েদের কল্যাণে ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। গত অর্থ বছরে নারী ও মেয়েদের কল্যাণে বাজেট মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছিল ৩ লক্ষ ২৭ হাজার কোটি টাকা। ওই বিবৃতি অনুসারে, মহিলা ও মেয়েদের কল্যাণে গত বছরের তুলনায় এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে ৩৭ শতাংশের অধিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া, জেড্ডার বাজেট ক্ষেত্রে আগামী অর্থ বছরের জন্য সর্বকালীন রেকর্ড সংখ্যক ৪৯টি মন্ত্রক ও দফতর এবং ৫টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ব্যয় বরাদ্দ রেবেছে। চলতি অর্থ বছর

২০২৪-২৫ এ জেড্ডার বাজেটের জন্য বরাদ্দ করে ৩৮টি মন্ত্রক ও দফতর এবং ৫টি কেন্দ্র শাসিত

অঞ্চল।

আগামী অর্থ বছরের জন্য নতুন করে ১২ টি মন্ত্রক/দপ্তর ব্যয়-বরাদ্দ রাখার কথা জানিয়েছে। এগুলি হল পশু পালন ও ডেয়ারি দপ্তর, জৈবপ্রযুক্তি দপ্তর, খাদ্য ও গণকটন দপ্তর, আর্থিক পরিষেবা দপ্তর, মৎস্য দপ্তর, ভূমি সম্পদ দপ্তর, ওণ্ডুপ বিজ্ঞানদপ্তর, জল সম্পদ বিভাগ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুদ্ধীভন দপ্তর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক, পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক, বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রক এবং রেল মন্ত্রক। ২০২৫-২৬ এর জন্য ৪৯ টি মন্ত্রক/দফতর এবং ৫টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লিঙ্গভিত্তিক বাজেট বিবৃতির "এ", " বি" এবং "সি" অংশে বরাদ্দের কথা

উল্লেখিত)।

এছাড়া, ২০২৫-২৬ এর বাজেটে ১০ টি মন্ত্রক/দফতর লিঙ্গপত বাজেটে ৩০ শতাংশের বেশি বরাদ্দ করেছে। এইগুলো হচ্ছে, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক (৮১.৭৯), গ্রামোন্নয়ন দফতর (৬৫.৭৬), খাদ্য ও গণবটন দফতর (৫০.৯২), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর (৪১.১৩), নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক (৪০৮৯), সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন দফতর (৩৯.০২), উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (৩৩.৯৪), বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা দফতর (৩৩.৬৭), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (৩৩.৪৭) এবং পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দফতর (৩১.৫৩)।

গৃহবধুকে ধর্ষণের পর খুনের চেপ্তার অভিযোগ, চাঞ্চল্য জয়নগরে

জয়নগর, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে এক গৃহবধুকে ধর্ষণের পর খুনের চেপ্তার অভিযোগ থিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার সকালে জয়নগরের জাদালিয়া গ্রামের ফাঁকা মাঠে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই গৃহবধুকে উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানার পুলিশকে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান , নির্যাতিতা মগরাহাটের বাসিন্দা ও বিবাহিত। স্থানীয়রা জানান, রবিবার সকালে মাঠের মধ্যে এক মহিলার আত্নানন্দ শুনতে পাঠ তারা। ছুটে গিয়ে দেখেন, ওই মহিলা মাটিতে পড়ে রয়েছেন, ঠিকাকতো কথা বলতে পারছেন না। জামাকাপড় কাণায় মাথা, মুখে রক্তের দাগ, গলায় জড়ানো রয়েছে ওড়না। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানায়।

পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে বারইপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় গৃহবধু জানান, সাবির নামে এক ব্যক্তি তাঁকে অপহরণ করে জোরপূর্বক ফাঁকা মাঠে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণের পর গলায় ওড়নার ফাঁস দিয়ে খুনের চেপ্তা করে। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় বারইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ওই গৃহবধু। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। অভিযুক্ত সাবিরের খোঁজে তন্নাশি চালানো হচ্ছে।

মানিকচকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র

মালা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মানিকচক বিধানসভার বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র শনিবার রাতে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলেন। রাত ১১টার দিকে মানিকচক রাজা সড়কের ধরমপুরের কাছে তাঁর গাড়িকে সামনে থেকে ধাক্কা মারার চেষ্টা করে অন্য একটি গাড়ি। তবে বিধায়কের গাড়ির চালকের তৎপরতায় বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয় সাবিত্রী মিত্রের গাড়িটি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেও সন্দেহজনক গাড়িটি আবার ঘুরে এসে পেছন থেকে তাঁদের অনুসরণ করতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে বিধায়ক জনবসতিপূর্ণ এলাকায় গাড়ি থামিয়ে পুলিশে খবর দেন। ইতিমধ্যে পুলিশ সন্দেহজনক গাড়িটির সন্ধানে তন্নাশি শুরু করেছে বিধায়ক বলেন, রাতের অন্ধকারে হঠাৎ করে একটি গাড়ি আমাদের গাড়িকে ধাক্কা মারতে উদ্যত হয় এবং পরে আমাদের অনুসরণ করতে থাকে। আমি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দিয়েছি পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি তদন্তধীন এবং সন্দেহজনক গাড়িটির সন্ধানে তন্নাশি চলবে।

নৈহাটিতে তৃণমূল কর্মী খুনে

গ্রেফতার এক, মূল অভিযুক্ত অধরা

নৈহাটি, ২ ফেব্রুয়ারি(হি.স.) : নৈহাটিতে তৃণমূল কর্মী সন্তোষ যাদবের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর তদন্তে নেমে পুলিশ অক্ষয় গণ নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে। তবে মূল অভিযুক্ত রাজেশ সাউ-সহ আরও কয়েকজন এখনও পলাতক। পুলিশ তাদের সন্ধানে তন্নাশি চালিয়েছে।

এদিকে, সন্তোষ যাদবের হত্যাকাণ্ডের পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করেছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তৎপর রয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সাগরপাড়ায় দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার

মুর্শিদাবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি(হি.স.) : রবিবার মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার পুলিশ চর কাকমারি এলাকায় নাকা তন্নাশি সময় সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে যে, কয়েক মাস আগে অসমের সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং বর্তমানে সাগরপাড়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনা করছিল। ধৃতদের নাম কেরামত মাল ও সালাম বেদ, উভয়ের বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকায়। তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তাদের ভারতে প্রবেশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও তদন্ত চলছে।

রবিতে দিল্লিতে একাধিক হেভিওয়েট বিজেপি নেতার প্রচারসভা

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রচার অভিযান সোমবার শেষ হচ্ছে। ৭০ আসনের দিল্লি বিধানসভায় ৫ ফেব্রুয়ারি ভোটগ্রহণ। তার আগে শেষ হাইড্রোস্টেজ রবিবারে একাধিক হেভিওয়েট বিজেপি নেতার প্রচারসভা রয়েছে দিল্লি-ভেড়ো। জানা গেছে, বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার আর কে পুরমে এক জনসভায় ভাষণ দেনবেন। বিজেপির প্রতীণ নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং রাজেন্দ্র নগর, ঠাঁদনী চক এবং লক্ষ্মী নগরে র্যালিতে অংশ নেনবেন। দলের আরেক বরিষ্ঠ নেতা তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর একাধিক প্রচারসভা রয়েছে।

রাহুল্ এমন একজন শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন, যার কাজ নেই : সুকান্ত মজুমদার

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত কটাক্ষ করে বলেছেন, রাহুল্ এমন একজন শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন, যার কোনও কাজ নেই। রাহুল্ গান্ধী শনিবার বাজেটের সমালোচনা করে বলেন, ‘বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৫ জন সুবিধাভোগী। তাঁরা আপনাদের সামান্য দেখে, তাঁরা সামান্য ট্যাক্স মকুব করবে, কিন্তু আপনি যদি বাজেটের লক্ষ্য দেখেন, ২০-২৫ বিলিয়নোরাকে ভারতের অর্থ সরবরাহ করা। ভারতে, ৫০ শতাংশ অনগ্রসর শ্রেণী, ১৫ শতাংশ দলিত, ৮ শতাংশ উপজাতি, ১৫ শতাংশ সংখ্যালঘু এবং ধরুন, ৫ শতাংশ দরিদ্র, সাধারণ শ্রেণীর মানুষ।’ রাহুল্‌র এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় সুকান্ত মজুমদার রবিবার বলেছেন, ‘রাহুল্ গান্ধী এখন এমন একজন শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন, যার কোনও কাজ নেই। এমনকি তাঁরা বেকার। তাই আমাদের দেশের বিরোধী দলনেতার থেকে এ ধরনের বিস্মৃত্তিকর কথা আসছে। এই বাজেট গরিব, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের জন্য। মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে, দলিত সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ রয়েছে এবং দরিদ্রদের মধ্যে আমাদের উভয়ই রয়েছে, এপসি এবং এসটি।’

দুর্গাপুরে ওয়াগন থেকে কয়লা খালি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিহত ১, আহত আরও ১

দুর্গাপুর, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড (ডিপিএল)-এ ওয়ানগন থেকে কয়লা খালি করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ঠিকা শ্রমিকের। গুরুতর আহত আরও এক শ্রমিক। শনিবার রাতে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় শ্রমিক সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান মৃত শ্রমিকের নাম পুখো টুডু (৫২), তিনি দুর্গাপুরের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের নুনিয়া পাড়ার বাসিন্দা। আহত চেন্দাই হাঁসপা আশঙ্কজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার রাতে ডিপিএলের ৭ নম্বর ইউনিটের কোলা হ্যাভেলিং প্লাস্টে ওয়ানগনে উঠে কয়লা নামানোর কাজ করছিলেন পুখো টুডু ও চেন্দাই হাঁসদা। অন্যান্য শ্রমিকরাও উপস্থিত ছিলেন। কাজ চলার সময় হঠাৎ মাথার উপর থাকা বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাহলেই বলসে যান পুখো টুডু। ছিটকে পড়েন চেন্দাই। দু’জনকেই তড়িঘড়ি বিধাননগর ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা পুখো টুডুকে মৃত ঘোষণা করেন। আশঙ্কজনক অবস্থায় চেন্দাই হাঁসদাকে ভর্তি করা হয়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষেত্রে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী ও সহকর্মীরা। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ডিপিএল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমরা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ চাই। ডিপিএলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক স্বগতা মিত্র জানান, এই ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। তদন্তের জন্য উচ্চ পরায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। আপাতত মৃতের পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, নিয়ম মেনে আরও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে।

বিশ্ব জলাভূমি দিবস : সুন্দরবনে নদীর চরে ম্যানগ্রোভ রোপণ কর্মসূচি

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিশ্ব জলাভূমি দিবসে রবিবার সুন্দরবনে নদীর চরে ম্যানগ্রোভ রোপণ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এই দিনটি উপলক্ষে জয়শ্রম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-র উদ্যোগে ও পরিচালনায় এবং রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শীতলিয়া গ্রামের ঘোষপাড়া সংলগ্ন ডাসা নদীর চরে দুই হাজার ম্যানগ্রোভের চারা রোপণ করা হয়। স্থানীয় বহু মহিলা ম্যানগ্রোভ রোপণে সক্রিয় সহযোগিতা করেন।

লক্ষ্য ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা, নদীভাঙন প্রতিরোধ ও স্থানীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা। ম্যানগ্রোভ রোপণের পর ধীরে ধীরে তা বনের আকার নেয়। এর ফলে তা পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি শুধু ভূমিক্ষয় ও নদীভাঙন প্রতিরোধ করে না, বরং স্থানীয় মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের জন্যও প্রভূত উপকার করে। সন্দেশখালি ২ নম্বর প্রকৌ এই উদ্যানে রুকের সদস্য সফিকুল ইসলাম, শীতলিয়া গ্রামের সদস্য সুধাংশু বিশ্বাস, খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাজিৎ সান্যাল ও জয়গ্রাম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক আরিফুল ইসলাম মণ্ডল সহ সমাজকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত অমৃত উদ্যান, ৩০ মার্চ পর্যন্ত দেখার সুযোগ

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি ভবনের অমৃত উদ্যান সাধারণ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে। রবিবার, ২ ফেব্রুয়ারি থেকে আগামী ৩০ মার্চ পর্যন্ত সাধারণ জনসাধারণের দেখার জন্য খোলা থাকবে অমৃত উদ্যান। নানা রকমের বাহারি ফুলে সেজে উঠেছে রাষ্ট্রপতি ভবনের অমৃত উদ্যান। এই উদ্যান দেখার জন্য মুম্বিয়ে রয়েছেন সাধারণ জনসাধারণ। সপ্তাহে ৬ দিন অমৃত উদ্যান দেখতে পারবেন জনসাধারণ, সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। বুকিং ও সেই সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় রাষ্ট্রপতি ভবনের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে। শুধুমাত্র ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি এবং ১৪ মার্চ অমৃত উদ্যান বন্ধ থাকবে।

কেন্দ্রীয় বাজেট ভারসাম্যপূর্ণ, সমগ্র দেশের জন্য নিবেদিত সি ভি আনন্দ বোস

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কেন্দ্রীয় বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করলেন রাজাপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় বাজেট ভারসাম্যপূর্ণ, সমগ্র দেশের জন্য নিবেদিত। রবিবার রাজাপাল সি ভি আনন্দ বোস বলেছেন, ‘আমার মতে, এটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট হয়েছে, আমি এটিকে ‘বিকশিত ভারত’’-এর কৃতিত্বের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দেখছি। এই বাজেট যে বার্তা দিয়েছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট।’ রাজাপাল বোস আরও বলেছেন, ‘এই বাজেট সমগ্র ভারতের জন্য নিবেদিত এবং ভারতের আত্মা এতে প্রতিফলিত হয়েছে। এটি আকাঙ্খা ও রূপান্তরমূলক ভারতের প্রতীক। আমি এই বাজেটটিকে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর এবং এমন একটি হিসাবে বিবেচনা করি যা দেশের দরিদ্র মানুষের সার্বিক উন্নয়নে নেতৃত্ব দেবে।’

এপ্রি-র হয়ে প্রচারে তৃণমূল, কেজরিকে জনপ্রিয় নেতা বললেন শক্রয়্ন সিনহা

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লিতে আম আদমি পার্টির হয়ে নির্বাচনী প্রচার করলো তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার এপ্রি-র সর্মথনে নির্বাচনী জনসভা করেন অভিনেতা তথা তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ শক্রয়্ন সিনহা। তিনি কেজরিওয়ালকে দেশের মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী নেতা খালা দিয়েছেন।

শক্রয়্ন সিনহা বলেছেন, ‘ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত ও শক্তিশালী নেতা কেজরিওয়াল জি, এবং তাঁর ব্যতিক্রমী, প্রিয়, বহু-প্রতিভাবান এবং অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী গতিশীল এবং অসামান্য অতীশি জি।

পৃষ্ঠা

বসন্ত পঞ্চমী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বসন্ত পঞ্চমী ও সরস্বতী পূজো উপলক্ষ্যে রবিবার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি এদিন জানিয়েছেন, সমস্ত দেশবাসীকে বসন্ত পঞ্চমী ও সরস্বতী পূজার শুভেচ্ছা। শিক্ষা ও জ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই আনন্দের উৎসব উপলক্ষ্যে আমি সন্তোষজনক এবং প্রকৃত দেশবাসীর সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রজন্ম কামনা করছি। মা সরস্বতীর কাছে আমার প্রার্থনা তিনি যেন ভারতকে বিশ্বের জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে ভূস্বর্গে ডাকুটি তুষারপাতের

শ্রীনগর, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জন্মু ও কাশ্মীরের জেড্ডার উচ্চ অঞ্চলে নতুন করে তুষারপাত হয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে তুষারপাতের পূর্বাভাস রয়েছে উপত্যকায়। ভূস্বর্গে আগামী কিছু দিন তুষারপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।আগামী বুধবার পরায় জন্মু ও কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে তুষারপাত প্রত্যাশিত। উল্লেখ্য, জন্মু ও কাশ্মীরে শীতকালীন সময়ে বৃষ্টি ও তুষারপাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য উপত্যকার উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে তুষারপাত হতে পারে। এই সময়ে পার্বত্য এলাকার বাসিন্দাদের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস দরিদ্র-বিরোধী : রামদাস আঠওয়ালে

হায়দরাবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আঠওয়ালে। তাঁর মতে, রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস দরিদ্র-বিরোধী। রবিবার তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রামদাস আঠওয়ালে বলেছেন, কেন্দ্রীয় বাজেট খুবই বৈপ্লবিক। এই বাজেটে দরিদ্রদের কথা বলা হয়েছে। এই বাজেটে নারী, যুবক ও কৃষকদের প্রতি অসামান্য রাখা হয়েছে। এই বাজেটের মূল্য ৫০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। রাহুল্ গান্ধী এবং কংগ্রেস দল গরিবদের বিরুদ্ধে।’’ উল্লেখ্য, শনিবার কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই বাজেটের তীব্র সমালোচনা করেছে কংগ্রেস। এবার কংগ্রেসকেই পাট্টা আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আঠওয়ালে।

পাঁচ জনকে ধাক্কা মারল গাড়ি, মুম্বই বিমানবন্দরের সামনে হলুস্থূল

মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পর পর পাঁচ জনকে ধাক্কা মারল একটি চারচাকা গাড়ি। রবিবার দুপুরে মুম্বই বিমানবন্দরের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিমানবন্দরের টার্মিনাল ২-এর পার্কিং এলাকায় আচমকা একটি চারচাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাঁচজনকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় সকলেই আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দু’জন চেক প্রজাতন্ত্র দেশের নাগরিক। বাকিরা প্রত্যেকেই বিমানে ক্রু। বিদেশি দুই নাগরিককে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি তিন জনকে আর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে, মুম্বইয়ের একটি হোটেল থেকে গাড়ি টি বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। চালকের ভুলের কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আগরণ আগরতলা ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং, ■ ২০ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার

রঞ্জির একটি ম্যাচ খেলে কত টাকা আয় কোহলির?

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্যর্থতার পর সব ক্রিকেটারকে রঞ্জি ট্রফি খেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। সেই নির্দেশ মেনে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল, যশসী জয়সওয়াল, ঋষভ পঙ্হের মতো ক্রিকেটার রাজের হয়ে রঞ্জি খেলতে নামেন। একটি রঞ্জি ম্যাচ খেলার জন্য কত টাকা পাবেন তাঁরা?

১৩ বছর পর রঞ্জি খেলতে নেমেছেন কোহলি। বৃহস্পতিবার প্রায় গোটা দিন ফিফিং করেন। শুক্রবার ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৫ বল খেলে আউট হয়ে যান। হিমাংশু সাংওয়ানের বলে অফ স্টাম্প ছিটকে যায় কোহলির। তিনি কত টাকা পাবেন এই ম্যাচ খেলার জন্য? রঞ্জিতে খেলা ক্রিকেটারদের আয়ের বিভিন্ন ভাগ আছে। যে সব ক্রিকেটার ৪০টির বেশি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন তাঁরা ৬০ হাজার টাকা প্রতি দিন পান। যে সব ক্রিকেটার ২১ থেকে ৩৯টি ম্যাচ খেলেছেন, তাঁরা পান দিন প্রতি ৫০ হাজার টাকা। আর ২০ বা তার কম প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ক্রিকেটারেরা দিন প্রতি ৪০ হাজার টাকা পান। আর যে সব ক্রিকেটার প্রথম একাদশের সুযোগ পান না তাঁরা ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা পান অভিজ্ঞতার নিরিখে।

কোহলি রঞ্জি খেলেছেন ২৩টি। টেস্ট খেলেছেন ১২৩টি। ফলে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর ম্যাচ খেলার সংখ্যা প্রায় ১৫০। যে কারণে কোহলি রেলওয়েজের বিরুদ্ধে এই ম্যাচ খেলার জন্য দিন প্রতি ৬০ হাজার টাকা করে পাবেন। যদি ম্যাচটি চার দিন খেলা হয়, তা হলে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা পাবেন তিনি।

কোহলির মতোই রোহিত, রাহুল, পঙ্, শুভমনেরা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪০-এর বেশি ম্যাচ খেলেছেন। ফলে তাঁরা সকলেই দিন প্রতি ৬০ হাজার টাকা করে পাবেন। শুধু যশসী এখনও পর্যন্ত ৩৬টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন। যে কারণে তিনি দিন প্রতি ৫০ হাজার টাকা করে পাবেন।

আইপিএলের আগে টি২০ ক্রিকেটে বিশ্বেরেকর্ড হাসরঙ্গের, কী কীতি গড়লেন রাজস্থানের অলরাউন্ডার?

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিশ্বেরেকর্ড করলেন ওয়ানিন্দু হাসরঙ্গ। তিনি ২০ ওভারের ক্রিকেটে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করলেন স্রুততম হিসাবে। আবু ধাবির আইএলটি-টোয়েন্টিতে এই নজির গড়েছেন। আইপিএলের সুবাদে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছেও পরিচিত শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডার আগামী আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলবেন হাসরঙ্গ। তাঁর নতুন কীর্তিকে খুশি হলে পারেন রাজস্থানের কোচ রাহুল দ্রাবিড়। নিজের ২০৯তম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন। ২০ ওভারের ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডারের উইকেট সংখ্যা এখন ৩০১। হাসরঙ্গ ভেঙে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার জোরে বোলার অ্যাড্ড টাইয়ের বিশ্বরেকর্ড। তিনি তাঁর ২১১তম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন। এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন আফগানিস্তানের রশিদ খান। ২০ ওভারের ক্রিকেটে ৩০০ উইকেট পূর্ণ করতে তাঁর লেগছিল ২১৩টি ম্যাচ।বলের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও যথেষ্ট দক্ষ হাসরঙ্গ। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাঁর রান ২৩৩৫। নটি অর্ধশতরান করেছেন। তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৪৫.২১। বল হাতে তিন বার ম্যাচে পাঁচ উইকেট এবং ন’বার চার উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর। শ্রীলঙ্কার হয়ে শুধু সাাদা বলের ক্রিকেট খেলেন হাসরঙ্গ। দেশের জার্সিতে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে মাঠে নামবেন তিনি। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া দু’ম্যাচের এক দিনের সিরিজ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ করা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনলাভাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনলাভাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০০৪৪ চকুঝ্যাক : ৯৪৩৬৪৪২৮০০। আ্যুহলেঙ্গ : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৮২৫৬, শিবনগর মাদার্স ক্লাব : ও আমারা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৭৪৪২৮ কার্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সহেতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৪৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়াশিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্স সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন : ২৩৬৩১০০। টাইন্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘণ্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এন্ড), আইজিএম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এম : ২৪১৫০০০/৮৭৭৪০৫০৩০০ কম্যাপলিটান ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৬৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪১৫৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৬৬২৭০৮২৮, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্‌স সিডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৮৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৬২৯৯১১২৩৬, আগস্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৩০০৫/ ৯৪৩৬৫৯৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ অমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ বাহারমার্তিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাহারমার্তি : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৩ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৪৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কর্টোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৫৫-৬৪৪৮। বড়দোমালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৩৬, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল মার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩। আন্তর্জাতিক বাস মার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিরাটদের সঙ্গে মাখামাখি নয়!

আর মাত্র সপ্তাহ তিনেকের অপেক্ষা। তারপরই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত-পাক মহাযুদ্ধ। সাম্প্রতিক সময়ে যখনই দুদল মুখোমুখি হয়েছে, তখন দুদেশের ক্রিকেটারের মধ্যে সুসম্পর্ক নজরে পড়েছে। রাজনৈতিক গোলাযোগ্য যাই থাক না কেন, মাঠে সেটা নজরে পড়ে না। আর তাতেই জুধ্ধ পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার মইন খান।

২৩ ফেব্রুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মুখোমুখি রোহিত-বাবররা। তার আগে দুদেশের ক্রিকেট প্লেয়ারদের সম্পর্ক নিয়ে মইনের বিস্ফোরণ, “আজকাল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখলে অঝাক হয়ে যাই। যখন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা মাঠে ঢোকে, তখন দেখি আমাদের প্লেয়াররা গিয়ে তাঁদের ব্যাট দেখে, কোলাকুলি করে, হালিমুখে কথা বলে। এসব আচরণ আমার মাথায় ঢোকে না। পেশাদার হিসেবে মাঠের বাইরেও একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা দরকার। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে খেলার সময় ওদের এই কাজকমগুলো একেবারেই অবোধ্য।”

এর সঙ্গে তাঁর সংযোজন, “আমাদের সিনিয়ররা সব সময় বলত, ভারতের বিরুদ্ধে খেলার সময় কোনওভাবেই জয়গা ছাড়া যাবে না। মাঠে কথা বলারও দরকার নেই। বেশি বক্তৃত্ব দেখানো আসলে দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা আমাদের প্লেয়াররা কিছুতেই সোটা বোঝে না। যখনই বেশি বক্তৃত্ব দেখাবে, সেটা মাঠে তোমার দুর্বলতাই প্রমাণ করবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তোমার পারফরম্যান্স চাপে পড়ে যাবে।”

এর সঙ্গে একটাই আক্ষেপ মইন খানের জীবনে। একদিনের বিস্কাপে

আজ পর্যন্ত ভারতকে হারাতে পারেনি পাকিস্তান। তবে শেষবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে বিরাটদের হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। এবার সেই ছবিটা কি বদলাবে? উত্তর পাওয়া যাবে ২৩ ফেব্রুয়ারি।

সকলের শেষে দল ঘোষণা পাকিস্তানের

আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ১৫ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করল পাকিস্তান। প্রতাপাশা মতো মহম্মদ রিজওয়ান নেতৃত্ব দেবেন প্রতিযোগিতার মূল আয়োজক দেশকে। চোটের জন্য দলে নেই সাইম আয়ুবের নাম। ২০১৭ সালে শেষ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে চোট পেয়েছিলেন আয়ুব। লন্ডনে তাঁর চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকদের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছিলেন পাকিস্তানের নির্বাচকরা। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তরঙ্গ ওপেনারের খেলার সম্ভাবনা না থাকায় শুক্রবার ১৫ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করল পাকিস্তান। অন্যতম নির্বাচক আসাদ শফিক বলেছেন, “চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দিকে আমরা অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছি। আয়ুবকে আমাদের এই প্রতিযোগিতায় খুবই প্রয়োজন ছিল। বিশ্ব পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ওর অভাব অনুভব হ'বে। কারণ ও দারুণ ফর্মে ছিল।” তিনি আরও বলেছেন, “আমারা কোনও ঝুঁকি নিতে পারি না। আয়ুব পাকিস্তান ক্রিকেটের হস্পিন। আমরা নিয়মিত ওর খবর রাখছি।” প্রাথমিক দলে জায়গা সংপদ টপ অর্ডার ব্যাটার আবদুল শফিক। তবে অভিজ্ঞ ফন্সর জামাককে দলে রেখেছে পাকিস্তান। ওপেনার হিসাবে রয়েছেন বাবর আজম এবং সাউদ শাকিল। ঘোষিত ১৫ জনের দল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ত্রিদৈশীয় প্রস্তুতি সিরিজেও খেলাবে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) নিয়ম অনুযায়ী, ১১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত দল ঘোষণা করতে হবে। সে দিন পর্যন্ত প্রাথমিক দলের যে কোনও ক্রিকেটারকে পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে।

পাকিস্তানের প্রাথমিক দল: মহম্মদ রিজওয়ান (অধিনায়ক, উইকেটরক্ষক), বাবর আজম, ফখর জামান, কায়রান গুজর, সাউদ শাকিল, তায়াব আহির, ফাহিম আশরফ, খুশদিদ শাহ, সলমান আলি আঘা, উসমান খান, আবরার আহমেদ, হারিস রউফ, মহম্মদ হাসানইন, নাসিম শাহ, শাহিন আফ্রিদি।

ধাক্কা অস্ট্রেলিয়া শিবিরে

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্গের খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তাঁর গোড়ালিতে চোট রয়েছে। পাশাপাশি ওই সময়েই দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হওয়ার কথা তাঁর। যদি কামিন্গ শেষ পর্যন্ত খেলতে না পারেন তা হলে অধিনায়ক হিসাবে ধরা হয়েছিল মিচেল মার্শকে। সেই মার্শই এ বার চোটের কারণে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছিটকে গেলেন।

ফলে ধাক্কা খেল অস্ট্রেলিয়া। ভারতের বিরুদ্ধে বর্ডার-গাওয়ার ট্রফিতে প্রথম চারটি টেস্ট খেলার পরে সিডনি টেস্ট থেকে বাদ পড়েন মার্শ। চলতি মাসে বিগ ব্যাশ লিগে মাত্র একটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। তাঁর চোট এখনও সারেনি। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে বাদ পড়েছেন মার্শ। তাঁর পিঠের নীচের দিকে চোট লেগেছে। এই চোট সারতে বেশ কিছু দিন সময় লাগবে। তাই নির্বাচক কমিটি তাঁকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’

মার্শ অস্ট্রেলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অলরাউন্ডার। তাই তাঁকে নিতে তাড়াছড়ো করতে চাইছে না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। আপাতত তাঁর চোট খতিয়ে দেখে তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। সুস্থ হয়ে ওঠার পরে আবার অনুশীলন শুরু করবেন তিনি। মার্শ না খেলায় তাঁর বিকল্প হিসাবে কারও নাম ঘোষণা করতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে। আপাতত কামিন্গকে রেখেই প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় রয়েছে। তার আগে যদি কামিন্গ খেলার মতো জায়গায় না থাকেন তা হলে তাঁরও বিকল্প ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। আপাতত শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেও অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্মিথ।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের জীবনকৃতি সম্মানের দৌড়ে সচিন

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) বিশেষ ভাবে সম্মানিত করতে পারে সচিন তেড্ডলনকরকে। দেশের হয়ে ৬৪৪টি ম্যাচ খেলা প্রাক্তন অধিনায়ককে জীবনকৃতি পুরস্কার দেওয়া হতে পারে। বিসিসিআই সূত্রে খবর, এ বার পুরস্কার পাওয়ার দৌড়ে রয়েছেন সচিন। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান রয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে সচিনের হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে কর্নেল সিকে নাইডু জীবনকৃতি পুরস্কার। ২০২৩ সালে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার এবং রবি শাস্ত্রী। বিসিসিআই এখনও সরকারি ভাবে সচিনের নাম এই পুরস্কারের প্রাপক হিসাবে ঘোষণা করেনি। সংবাদ সূত্রে পিটিআই জানিয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেটে আজীবন অবদানের জন্য সচিনকেই পুরস্কৃত করার পরিকল্পনা করেছে বিসিসিআই কর্তারা। ৫১ বছরের সচিনকে বিশ্ের সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের প্রথম এবং একমাত্র ক্রিকেটার হিসাবে ২০০ টেস্ট খেলার কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর। টেস্টে তাঁর সংগ্রহ ১৫,৯২১ রান। দেশের হয়ে ৪৬৩টি এক দিনের ম্যাচ খেলে সচিন করেছেন ১৮,৪২৬ রান। দেশের হয়ে একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচও খেলেছেন সচিন।

বাঁকুড়ায় ব্যতিক্রমী সরস্বতী পূজো

বাঁকুড়া , ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বাঁকুড়ার ওন্দা রতনপুর গ্রামে ব্যতিক্রমী এক সরস্বতী পূজো উদযাপিত হয়ে চলেছে। এ গ্রামে বসন্ত পঞ্চমী থেকে শুরু হয়ে একটানা ৯ দিন ধরে চলে এই পূজো। রতনপুর গ্রামের দাস এবং বিশ্বাস পাড়ায় টানা ৯ দিন ধরে সরস্বতী পূজো অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এখানে দেবী সরস্বতী শ্বেত-শুভ্রবসনা হলেও তিনি একা আসেন না, তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্তিকও থাকেন। এই ৪ দেবদেবী এক আসনে বসেন। এখানে মহাপ্রভুকে প্রথম ভোগ নিবেদন করা হয় এবং সেই ভোগ দেবীকে দেওয়া হয়। এই ভোগে পাকা কাঁঠাল থাকে, যা দীর্ঘদিনের রীতি। গ্রামবাসীরা জানান, গ্রামের মাঠে দেবী অম্বিকা প্রতিষ্ঠিত থাকায় এখানকার রীতি অনুযায়ী দুর্গা পূজো করা হয় না। তাই সরস্বতী পূজাকে ঘিরেই তাদের সকল আবেগ ও আনন্দ। কর্মসূত্রে যারা বাইরে থাকেন, তাঁরা ছুটি নিয়ে এই সময় বাড়ি ফিরে আসেন এবং পুরো গ্রাম আত্মীয়স্বজনদের ভিড়ে ভরে ওঠে। নতুন জামাকাপড় কেনা হয় এবং গ্রামে মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ওন্দা রতনপুর গ্রামে সরস্বতী পূজো উপলক্ষে নবরাত্রি পালনের প্রথা প্রায় ৩৫০ বছর ধরে চলে আসছে।

রঞ্জি ট্রফি কোয়ার্টার ফাইনাল : নকআউটে যোগ্যতা অর্জনকারী দলের সম্পূর্ণ তালিকা

মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রবিবার রঞ্জি ট্রফির লিগ-পরায়ের ম্যাচের চূড়ান্ত রাউন্ড শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রিমিয়ার ঘরোয়া প্রথম-শ্রেণীর টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল লাইন-আপ চূড়ান্ত হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর, বিদর্ভ, হরিয়ানা এবং সৌরাষ্ট্র তাদের গ্রুপ থেকে শীর্ষস্থানীয় দল হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেছে। মুম্বই, গুজরাত, কেেরল এবং তামিলনাড়ু দ্বিতীয় স্থান পেয়ে নকআউটে পৌঁছেছে। লিগ পর্বে গ্রুপের শীর্ষে থাকা বলভালা কোয়ার্টার ফাইনালে হোম খেলার সুবিধা পাবে। যদিও গ্রুপ এ-এর শীর্ষে থাকা জম্মু ও কাশ্মীর পূশেতে তার কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ খেলবে, কারণ থারুপ আবাহওয়া থাকার কারণে জম্মু-কাশ্মীর তার ম্যাচ ঘরে খেলতে পারবে না। এবার বিদর্ভ গ্রুপ বি লিগ পর্বে সবচেয়ে প্রভাবশালী দল হিসাবে নিজেদের প্রমাণ করেছে। গ্রুপ বি-তে ৭ টি খেলায় ৬ টি জয়ের মাধ্যমে ৪০ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে তারা।

জম্মু ও কাশ্মীর এবং গুজরাত দুটি দল যারা লিগ পর্বে অপরাভ্রিত ছিল। যেখানে জম্মু ও কাশ্মীর ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেছে, ৭ টির মধ্যে ৫টি ম্যাচ জিতেছে। আর গুজরাত তার ৭ টি ম্যাচের মধ্যে ৪টি জিতে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেছে। ৫ বছরের মধ্যে প্রথম, যে জম্মু ও কাশ্মীর রঞ্জি ট্রফিতে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে সক্ষম হয়েছে। ষষ্ঠ রাউন্ডে তারা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে একটি বড় জয়ও পেয়েছে। একইভাবে, কেেরলও, টুর্নামেন্টের ইতিহাসে তৃতীয়বার এবং ৬ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে।

অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ: দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন ভারত

ওভাল, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম আসরেও ভারত ইল্যান্ডকে হারিয়েছিল ৭ উইকেটে।

ভারতের কাছে লক্ষ্যটা ছিল অল্প রানের। মাত্র ৮২ রানের লক্ষ্য দক্ষিণ আফ্রিকা দিয়েছিল ভারতকে। ভারত এই রান করে নেয় এক উইকেট হারিয়ে।

রবিবার মালয়েশিয়ার বেনাস ওভালে ভারত ওপেনার কমলিনিকে হারিয়ে এই রান তুলে নেয়। তুযা ও সানিকার ব্যাটে ভর করে ৫২ বল হাতে রেখে জয় পেয়েছে ভারত। তুযা ৫২ বলে ৪৪ ও চারকে ২২ বলে ২৬ রান করেন। ভারত ম্যাচটি জিতে ৫২ থল হাতে রেখে।

প্রথমে ব্যাট করে দক্ষিণ আফ্রিকা তুযা ও পার্লনিকা সিসোদিয়ার ঘূর্ণিতে ২০ ওভারে ৮২ রান করে। প্রোটাগনিসের হয়ে উল্লেখযোগ্য রান করেন বোথা ১৬, ফর্স ২৩ ও কাউল্ডি ১৫ রান।

ভারতের হয়ে ১৫ রানে ৩ উইকেট নেন তুযা। এছাড়া ২টি করে উইকেট নেন পার্লনিকা, আয়ুশি শুকলা ও বৈষ্ণব শর্মা। আর শবনব শাকিল নেন ১ উইকেট।

বইমেলায় বিনামূল্যে বই বিতরণ শিশুদের

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ৪৮তম কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় রবিবার ছুটির দিনে উপচে পড়া ভিড়। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন বেশ কিছু শিশুদের মতো বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে বই- ‘রূপকায়ার রাজ্যে’। উপস্থিত ছিলেন গিল্ডের কর্মকর্তারা।

প্লে-অফে ম্যান সিটি বনাম রিয়াল মাদ্রিদ

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ যোলোর প্লে-অফে জমজমট লড়াই। ম্যাক্সস্টার সিটি মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদের। গত তিন মরসুমেও নক-আউট পরে দুই ক্লাবকে মুখোমুখি হতে দেখা গিয়েছে। গত বার কার্লো আনচেলোট্তির দল কোয়ার্টার ফাইনালে হারিয়েছিল পেপ গুয়ার্ডিওলার দলকে। তার আগের মরসুমে সিটি শেষ চারে হারিয়েছিল রিয়ালকে আর ২০১২-১২ মরসুমে রিয়াল দুরন্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিটিকে ছিটকে দিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। লিভার পুল, বার্সেলোনা, অ্যাফ্টন ভিলা, আর্সেনাল, ইন্টার মিলান, লিল, লেভারকুসেন ও আতলেটিকো মাদ্রিদ সরাসরি শেষ যোলোয় উঠেছে গ্রুপ পর্বে প্রথম আউট শেষ করায়। প্লে-অফের প্রথম পর্ব হবে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয় পর্ব ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি। শেষ যোলোর ড্র : ক্লাব ব্রাহা-আম্বাল্টা, স্পোর্টিং-বরসেলিা ডটমুস্ত, ম্যান সিটি-রিয়াল মাদ্রিদ, সেলটিক-বার্নার্ন মিউনিখ, জুভেন্টাস-পিএসভি, ফেইনুর্ড-এসি মিলান, প্রেন্স-পিএসজি, মোকো-কো-নেনফিকা। শেষ যোলোয় ইউনাইটেডে: ইউরোপা লিগের শেষ যোলোয় ম্যাক্সেস্টার ইউনাইটেডে। বৃহস্পতিবার রাতে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে বুখারেস্টের বিরুদ্ধে ২-০ জিতল রুবেন আমোরিমের দল। ৬০ মিনিটে গোল করেন দিয়োগো দালো। ৬৮ মিনিটে বাথানা রাডোন কোবি মাইনু।

এই ম্যাচ জিতে আট ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হয়ে লিগ পর্ব শেষ করেছে ইউনাইটেডে। সরাসরি শেষ যোলোর টিকিট পেয়েছে আরও এক ইংলিশ ক্লাব টটেনহ্যাম হটস্পার। এলফসবার্গের বিপক্ষে টটেনহ্যাম জিতেছে ৩—০ গোলে। এই জয়ে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে টটেনহ্যাম শেষ করেছে চার নম্বরে।

ইউনাইটেডে ও টটেনহ্যামকে পেছনে ফেলে দুই নম্বরে থেকে শেষ যোলোয় গেছে আতলেটিক বিলবাও। ভিন্সেরিয়া প্রুজেনকে ৩—১ গোলে হারানোর পর তাদের পয়েন্ট লািজিয়ার সমান ১৯। কিন্তু গোল বাবখানে পিছিয়ে দুই নম্বরে থাকতে হলো সালটিকে।

পৃষ্ঠা ৬

বাজেটে বিহার কি পেয়েছে, তা নিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত : কুণাল ঘোষ

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বাজেটে বিহার কি পেয়েছে, তা নিয়ে বিহারের জনগণই বিভ্রান্ত। কটাফ করে এমনটাই বললেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ। রবিবার কুণাল ঘোষ বলেছেন, ‘বিহার একটি ললিপপ পেয়েছে। বিহারকে কি দেওয়া হয়েছে? বিহারের জনগণই বিভ্রান্ত। মনে হচ্ছে বিহার অনেক কিছু পেয়েছে, কিন্তু কার্যকরভাবে কিছুই পাবে না। বাজেটে, বাংলায় কিছু শাইনি।’

কুণাল ঘোষ আরও বলেছেন, ‘বিহার পেয়েছে ললিপপ আর পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে ‘স্টেন্দ’...এই বাজেটে বাংলার জন্য কিছু নেই। আদিবাসী, যুবক, কৃষক, রেলওয়ে নিরাপত্তার জন্য কিছুই নেই। এই বাজেটে রেলের গুরুত্ব একেবারেই মুছে ফেলা হয়েছে।’

সন্তোষ যাদব হত্যাকাণ্ডে রাজনৈতিক উত্তেজনা, পাল্টা অভিযোগ

নৈহাটি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার নৈহাটিস গৌরীপুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সন্তোষ যাদবের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। সিন্টিটিভি ফুটেজে যে দুর্ভুক্তীরে দেখা গেছে, যাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং-এর অনুগামী হিসেবে দাবি করা হয়েছে। এই ঘটনার পর তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ও দোকানে ভাঙুর চালায় এবং বিজেপির কার্যালয় ‘সিংভবন’ ভাঙুর করে বলে অভিযোগ রবিবার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি ঈশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘এভাবে চলতে থাকলে বুকে নেবা।’ তিনি তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দেন।



সি কে নাইডু ট্রফি : উত্তরাখণ্ডকে ট্র্যাপে ফেলে ইনিংস সহ জয়ের লক্ষ্যে ত্রিপুরা

ত্রিপুরা ৩৪৯ উত্তরাখণ্ড - ৫০৩ ১১১/৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। ইনিংসে জয়ের পথে ত্রিপুরা। বড় কোন অর্ধন না ঘটলে সোমবার তৃতীয় দিনের শুরুতেই গুটিয়ে যাবে উত্তরাখণ্ডের লেজ। মরশুমের প্রথম জয়ের স্বাদ পাবে ত্রিপুরা। অনূর্ধ্ব ২৩ ক্যার্নেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে পরাজয় এরাতে সফররত উত্তরাখণ্ডের দরকার আরও ১৮৮ রান। হাতে রয়েছে মাত্র তিনটি উইকেট। ফলে ত্রিপুরার জয় অনেকটাই নিশ্চিত। মরশুমে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় ভয়াভূবি

হয়েছিল ত্রিপুরার। শেষ ম্যাচে ব্যাটসম্যানরা রানে ফিরতেই ত্রিপুরা চালকের আসনে। প্রথম দিনের সাত উইকেটে ২৭২ রান নিয়ে খেলতে নেমে রবিবার আরও ৭৭ রান যোগ করে ত্রিপুরা। রাজা দলের পক্ষে সেন্টু সরকার ৯৪ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৮, অভিজিৎ দেববর্মা ৭৬ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, সন্দীপ সরকার ২৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ২৩ এবং দীপ্তনু চক্রবর্তী ৫৪ বল খেলে

দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৬ রান করেন। উত্তরাখণ্ডের পক্ষে সপ্তম, মহাজন এবং আসমাল দুটি করে উইকেট দখল করেন। দুইবার খেলতে নেমে ত্রিপুরার জীব পেসার ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ এবং অভিজিৎ দেববর্মা গুরু থেকেই সফররত দলের ব্যাটসম্যানদের উপর স্ট্রিম রোলার চাপান। ফলে মাত্র ৫০ রানে লুটিয়ে পড়ে উত্তরাখণ্ড। দলের পক্ষে এ চৌধুরী ২৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১১ এবং আসমাল ২৩ বল খেলে ১০ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে ইন্দ্রজিৎ

দেবনাথ ১৩ রানে ছয়টি এবং অভিজিৎ দেববর্মা ২৯ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। ২৯৯ রানের পিছিয়ে থেকে ফলোয়েন খেলতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে উত্তরাখণ্ড ৭ উইকেট হারিয়ে ১১১ রান করে। দলের পক্ষে লিংকন ৪১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯, অভ্যুদয় ২১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, আরোস ৩৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে সন্দীপ সরকার ফুটি রানে চারটি উইকেট দখল করেন।

কাজল স্মৃতি ফুটবলের ফাইনালে টাকারজলার সামনে স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে কাজল স্মৃতি স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে লাইনআপ চূড়ান্ত। টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী রবিবার আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিফাইনাল ম্যাচ। তাতে প্রতিপক্ষদের হারিয়ে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেয় টাকারজলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও ত্রিপুরার স্পোর্টস স্কুল। আগামী ৪ জানুয়ারি এই দুটি দল খেতাব দখলের লক্ষ্যে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। রবিবার দুপুরে টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ও হোলি ক্রস। দুই দলের এই ম্যাচে হিলক্রসকে ৬-৫ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে প্রথম দল হিসেবে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেয় স্পোর্টস স্কুল। জরীফী দলের পক্ষে বিশ্ব জমাতিয়া জোড়া গোল করে। পরাজিত হিলক্রস দলের উইলসন দেববর্মা দু দুটি গোল করলেও দলকে জয় এনে দিতে পারেনি। অপরদিকে বিকেলে দিনের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় আসাম রাইফেলস ও টাকারজলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। এই ম্যাচে আসাম রাইফেলসকে ৪-২ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দ্বিতীয় দল হিসেবে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেয় টাকারজলা। সেলবু দেববর্মার জোড়া গোল সাহায্যেই টাকারজলা আসাম রাইফেলস কে হারিয়ে দ্বিতীয় দল হিসেবে ফাইনাল খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নেয়।

রঞ্জি : শ্রীদাম, মানদীপদের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে মহারাষ্ট্রকে রুখে এক পয়েন্ট ত্রিপুরার

ত্রিপুরা - ২৭০৩ ৩১০/৫ মহারাষ্ট্র - ৪১৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। প্রত্যাশিতভাবে ত্রিপুরা মহারাষ্ট্র ম্যাচ শেষ হলো অমিমাংসিত ভাবে। তবে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে ৩ পয়েন্ট পেলে মহারাষ্ট্র। ত্রিপুরার দখলে এক পয়েন্ট। মরশুমে ৭ ম্যাচ খেলে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করলো ত্রিপুরা। রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে। সোলাপুরে ইন্দ্রি। গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরাকে এক পয়েন্ট এনে দিতে মুখ্য ভূমিকা নেন শ্রীদাম পাল এবং দলনায়ক মানদীপ সিং। পাশাপাশি উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান শরতের অবদান ছিল দুরন্ত। তৃতীয় দিনের ২ উইকেটে

১৩২ রান নিয়ে খেলতে নেমে দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান শ্রীদাম এবং মন্দীপ দুরন্তভাবে গুরু করেন। ওই জুটি ১১৩ বল খেলে ৮৩ রান যোগ করেন। শ্রীদাম ১৫০ বল খেলে দশটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২৮ রানের ঝলমলে ইনিংস উপহার দেন। ব্যর্থ হয়েছেন মনি শংকর মুড়া সিং। ২৩১ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে দল যখন চাপে তখন মন্দীপের সঙ্গে রুখে দাঁড়ান দিতে মুখ্য ভূমিকা নেন শ্রীদাম পাল এবং দলনায়ক মানদীপ সিং। পাশাপাশি উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান শরতের অবদান ছিল দুরন্ত। তৃতীয় দিনের ২ উইকেটে

রান করে ইনিংসে সমাপ্তি ঘোষনা করেন। মন্দীপ ১৫৮ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৭ রানে এবং শরৎ ৯২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭ রানে অপরাজিত থেকে যান। মহারাষ্ট্রের পক্ষে এইচ এ ওয়ালুজ ১০৬ রানে দুটি উইকেট দখল করে। এর পরই দুই দলের অধিনায়ক সম্মিলিত ভাবে ম্যাচ অমিমাংসিত থাকার সিদ্ধান্ত নেন। মরশুমে ৭ ম্যাচ খেলে একটি ম্যাচে ৩৭ রান করে একটি ম্যাচে পরাজিত হয় ত্রিপুরা। উইকেট টিক না থাকায় উড়িয়ার বিরুদ্ধে মরশুমের প্রথম ম্যাচটি এক বলও খেলা হয়নি।

কোহলির কথা শুনতে গিয়েই ফর্ম হারিয়েছিলেন আকাশ দীপ, ফাঁস অশ্বিনের

অস্ট্রেলিয়া। সফরে ত্রিসবেনে ভারতের প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন আকাশ দীপ। ভাল বল করলেও প্রথম স্পেলে উইকেট পাননি তিনি। বিরাট কোহলির পরামর্শ মানতে গিয়েই আকাশ ছন্দ হারিয়েছিলেন বলে মত রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। কোহলির পরামর্শ হিতে বিপরীত হয়েছিল অবসরের কথা ঘোষণা করেছিলেন। অশ্বিন জানিয়েছেন, সাজঘরে বসেই পুরো বিষয়টি পেয়েছিলেন তিনি। অশ্বিন বলেন, “আকাশ নতুন বলে খুব ভাল বল করছিল। স্টিভ স্মিথ ও মার্শি

লাবুশেনকে সমস্যায় ফেলছিল। কিন্তু ওর স্পেলের মাঝে হঠাৎ কোহলি গুকে গিয়ে বলল, সোজা ব্যাটারের গায়ে বল করতে। আমার সাজঘরে বসেই সেটা শুনতে পেয়েছিলাম। তার পরেই ওর ছন্দ খারাপ হয়ে গেল।” কোহলির পরামর্শ শুনতে গিয়ে আকাশের কী সমস্যা হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন অশ্বিন। তিনি বলেন, “তার আগে আকাশ অফস্টাম্পের বাইরে বল করছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখলাম, লেগ স্পিগে ফিস্ডার রেখে ক্রমাগত ব্যাটারদের গায়ে বল করতে শুরু করল আকাশ। কোহলির হয়তো মনে হয়েছিল, ওর সমস্যা হয় বলে বাঁকিয়ে ওই বলে সমস্যা হবে। কিন্তু স্কলের খেলার ধরন তো এক

নয়। স্মিথ ও লাবুশেন ক্রমাগত ওর বল লেগ সাইডে খেলতে শুরু করল। ফলে রান হল। তাতে ওর ছন্দ নষ্ট হয়ে গেল।” বোলারদের কখনও এই ধরনের পরামর্শ দেওয়া উচিত নয় বলেই মনে করেন অশ্বিন। তাতে আশ্চর্যের কোনও লাভ হয় না। অশ্বিন বলেন, “এক জন বোলার শুরু থেকে একটা লেগে ধরে বল করে। তার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে। তাই হঠাৎ করে তার লেগে বা লাইন দখল করার প্রয়োজন নেই। অনেক অধিনায়ক সেটা করার চেষ্টা করে। তাতে কোনও লাভ হয় না।” ত্রিসবেনে প্রথম ইনিংসে ২৯.৫ ওভার বল করে ৯৫ রান নিয়ে ১ উইকেট নিয়েছিলেন আকাশ।

ভারতীয় স্কাউট ও গাইডস-এর এক-দিবসীয় শিবির অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অঙ্গভূত ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডসের উদ্যোগে শনিবার নাগিছড়াস্থিত হটিকালচার রিসার্চ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয় এক দিবসীয় হাইকিং কাম প্রকৃতি অধ্যয়ন এবং এক্সপোজার ভিজিট প্রোগ্রাম। স্কাউটস এবং গাইডসরা যোগেশ্বরনগর বিহাঙ্গী কবি নজরুল বিদ্যভবন প্রাঙ্গণ থেকে সকাল আটটার হাইকিং শুরু করে নাগিছড়া হটিকালচার কমপ্লেক্সে পৌঁছায়। সেখানে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই কর্মসূচি শুরু হয়। সংগীত

শিল্পী রুমা জমাতিয়ার স্টে দেশাভ্যবোধক সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অধিষ্ঠিত হটিকালচার দপ্তরের উপ অধিকর্তা ডঃ রাজীব ঘোষ, ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, স্কাউটস গাইডসের প্রাক্তন দুই সচিব ডঃ চিত্রঞ্জীৎ ভৌমিক ও ডঃ দুলাল দেবনাথ, বর্তমান সচিব রমেন্দ্র রিয়াং, স্টেট কমিশনার গাইডস জবা পাল, স্টেট কমিশনার স্কাউটস মুদুল মজুমদার পর্বতারোহী প্রনব অখও উপস্থিত ছিলেন। শহরের বিভিন্ন স্কুলের

পঞ্চাশ জন স্কাউটস ও গাইডস এই অভিযানে অংশ নেয়। অতিথিরা প্রকৃতি, কৃষি, উদ্ভিদ, গাছপালা ও উদ্যান ফসল ও দুঃসাহসিক অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করে। অংশগ্রহণকারীরা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিনটি অতিক্রম করে। বিভিন্ন গাছে কি ভাবে বৈশিষ্ট্য করে ফলন করা যায় তারা হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নেয়। জানতে পারে লতাপাতার নাম জানতে পারে কনকশন সাব হিসাবে হর্ষিতকে নামিয়েছিল। গোটা ঘটনা নিয়ে ম্যাচ রেফারি জাভাগল শ্রীধরকে সঙ্গীত তিনটি কথা বলবেন বলেও জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এই প্রথমবার কোনও ক্রিকেটারের অভিষেক পরিবর্ত হিসেবে হঠাৎ প্রথম একাদশে না থাকলেও বল হাতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুরন্ত পারফর্ম করলেন হর্ষিত। লিভিংস্টোন, বেথেল ও ক্রমে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা জেমি ওভারটনকে কিরিয়ে দেন তিনি। কিন্তু হর্ষিতের এইভাবে খেলতে নেমে পড়াটা মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছে না ইংল্যান্ড শিবির। বাটলারের মতে, হর্ষিতের কারণেই ম্যাচ হারতে হল এমনটা নয়। কিন্তু এভাবে ‘নিয়ম বহির্ভূত’ কনকশন সাব কেন, সেই নিয়ে জবাবদিহি চান তিনি।

বলেন, “হয় শিবম দুবে দারুণ গতিতে বল করছে। নয়তো হর্ষিত ব্যাটিংয়ে উন্নতি করে ফেলেছে। ভারত মোটেই সমতুল্য কনকশন সাবকে নামায়নি। এটা একেবারে মেনে নেওয়া যায় না। আমরা ব্যাট করতে নেমে জানতে পারি রানাকে কনকশন সাব হিসাবে নামানো হয়েছে।” ইংল্যান্ডের অধিনায়ক আরও বলেন, তাঁদের সঙ্গে কথা না বলেই ভারত কনকশন সাব হিসাবে হর্ষিতকে নামিয়েছিল। গোটা ঘটনা নিয়ে ম্যাচ রেফারি জাভাগল শ্রীধরকে সঙ্গীত তিনটি কথা বলবেন বলেও জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এই প্রথমবার কোনও ক্রিকেটারের অভিষেক পরিবর্ত হিসেবে হঠাৎ প্রথম একাদশে না থাকলেও বল হাতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুরন্ত পারফর্ম করলেন হর্ষিত। লিভিংস্টোন, বেথেল ও ক্রমে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা জেমি ওভারটনকে কিরিয়ে দেন তিনি। কিন্তু হর্ষিতের এইভাবে খেলতে নেমে পড়াটা মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছে না ইংল্যান্ড শিবির। বাটলারের মতে, হর্ষিতের কারণেই ম্যাচ হারতে হল এমনটা নয়। কিন্তু এভাবে ‘নিয়ম বহির্ভূত’ কনকশন সাব কেন, সেই নিয়ে জবাবদিহি চান তিনি।

হর্ষিতকে নিয়ে ক্ষিপ্ত ইংল্যান্ড

জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক টি-২০ খেলতে নেমেই বিরাট বিতর্কে জড়ালেন হর্ষিত রানা। শুক্রবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন ‘কনকশন সাব’ হিসাবে নামানো হয় তরুণ পেসারকে। সেই নিয়ে ম্যাচ শেষে স্কোড উগরে দিয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলার। সবমিলিয়ে হর্ষিতের ব্যাটিং করতে নামা নিয়ে চলেছে জোর জল্পনা। শুক্রবারের ম্যাচে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে হয় ভারতকে। দুরন্ত ইনিংস খেলেন শিবম দুবে। হাফসফেরি করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু শেষ ওভারে এসে তাঁর হেলমেটে আছড়ে পড়ে একটি বাউন্ডারি। তখনই তারকা ব্যাটারের চোট পরীক্ষা করা হয়। তবে খেলা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি মেলে দুবের। কিন্তু শেষ বলে শিবম আউট হওয়ার পরে তাঁর পরিবর্তে ব্যাট করতে নামানো হয় রানাকে। উল্লেখ্য, আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী কোনও ব্যাটার মাথায় চোট পেলে তাঁর বদলে কনকশন সাব নামানো যেতেই পারে। কিন্তু সেই কনকশন সাবকে চোট পাওয়া ক্রিকেটারের সমতুল্য হতে হবে। এই নিয়মকে হাতিয়ার করেই ম্যাচের পর স্কোড উগরে দিয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলার। তিনি

বলেন, “হয় শিবম দুবে দারুণ গতিতে বল করছে। নয়তো হর্ষিত ব্যাটিংয়ে উন্নতি করে ফেলেছে। ভারত মোটেই সমতুল্য কনকশন সাবকে নামায়নি। এটা একেবারে মেনে নেওয়া যায় না। আমরা ব্যাট করতে নেমে জানতে পারি রানাকে কনকশন সাব হিসাবে নামানো হয়েছে।” ইংল্যান্ডের অধিনায়ক আরও বলেন, তাঁদের সঙ্গে কথা না বলেই ভারত কনকশন সাব হিসাবে হর্ষিতকে নামিয়েছিল। গোটা ঘটনা নিয়ে ম্যাচ রেফারি জাভাগল শ্রীধরকে সঙ্গীত তিনটি কথা বলবেন বলেও জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এই প্রথমবার কোনও ক্রিকেটারের অভিষেক পরিবর্ত হিসেবে হঠাৎ প্রথম একাদশে না থাকলেও বল হাতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুরন্ত পারফর্ম করলেন হর্ষিত। লিভিংস্টোন, বেথেল ও ক্রমে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা জেমি ওভারটনকে কিরিয়ে দেন তিনি। কিন্তু হর্ষিতের এইভাবে খেলতে নেমে পড়াটা মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছে না ইংল্যান্ড শিবির। বাটলারের মতে, হর্ষিতের কারণেই ম্যাচ হারতে হল এমনটা নয়। কিন্তু এভাবে ‘নিয়ম বহির্ভূত’ কনকশন সাব কেন, সেই নিয়ে জবাবদিহি চান তিনি।

বলেন, “হয় শিবম দুবে দারুণ গতিতে বল করছে। নয়তো হর্ষিত ব্যাটিংয়ে উন্নতি করে ফেলেছে। ভারত মোটেই সমতুল্য কনকশন সাবকে নামায়নি। এটা একেবারে মেনে নেওয়া যায় না। আমরা ব্যাট করতে নেমে জানতে পারি রানাকে কনকশন সাব হিসাবে নামানো হয়েছে।” ইংল্যান্ডের অধিনায়ক আরও বলেন, তাঁদের সঙ্গে কথা না বলেই ভারত কনকশন সাব হিসাবে হর্ষিতকে নামিয়েছিল। গোটা ঘটনা নিয়ে ম্যাচ রেফারি জাভাগল শ্রীধরকে সঙ্গীত তিনটি কথা বলবেন বলেও জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এই প্রথমবার কোনও ক্রিকেটারের অভিষেক পরিবর্ত হিসেবে হঠাৎ প্রথম একাদশে না থাকলেও বল হাতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুরন্ত পারফর্ম করলেন হর্ষিত। লিভিংস্টোন, বেথেল ও ক্রমে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা জেমি ওভারটনকে কিরিয়ে দেন তিনি। কিন্তু হর্ষিতের এইভাবে খেলতে নেমে পড়াটা মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছে না ইংল্যান্ড শিবির। বাটলারের মতে, হর্ষিতের কারণেই ম্যাচ হারতে হল এমনটা নয়। কিন্তু এভাবে ‘নিয়ম বহির্ভূত’ কনকশন সাব কেন, সেই নিয়ে জবাবদিহি চান তিনি।

বলেন, “হয় শিবম দুবে দারুণ গতিতে বল করছে। নয়তো হর্ষিত ব্যাটিংয়ে উন্নতি করে ফেলেছে। ভারত মোটেই সমতুল্য কনকশন সাবকে নামায়নি। এটা একেবারে মেনে নেওয়া যায় না। আমরা ব্যাট করতে নেমে জানতে পারি রানাকে কনকশন সাব হিসাবে নামানো হয়েছে।” ইংল্যান্ডের অধিনায়ক আরও বলেন, তাঁদের সঙ্গে কথা না বলেই ভারত কনকশন সাব হিসাবে হর্ষিতকে নামিয়েছিল। গোটা ঘটনা নিয়ে ম্যাচ রেফারি জাভাগল শ্রীধরকে সঙ্গীত তিনটি কথা বলবেন বলেও জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এই প্রথমবার কোনও ক্রিকেটারের অভিষেক পরিবর্ত হিসেবে হঠাৎ প্রথম একাদশে না থাকলেও বল হাতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুরন্ত পারফর্ম করলেন হর্ষিত। লিভিংস্টোন, বেথেল ও ক্রমে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা জেমি ওভারটনকে কিরিয়ে দেন তিনি। কিন্তু হর্ষিতের এইভাবে খেলতে নেমে পড়াটা মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছে না ইংল্যান্ড শিবির। বাটলারের মতে, হর্ষিতের কারণেই ম্যাচ হারতে হল এমনটা নয়। কিন্তু এভাবে ‘নিয়ম বহির্ভূত’ কনকশন সাব কেন, সেই নিয়ে জবাবদিহি চান তিনি।

কৃতিত্ব সতীর্থদের দিলেন সূর্যকুমার, অধিনায়কের আলাদা প্রশংসা পেলেন হর্ষিত

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় ভারতের। স্বাভাবিকই খুশি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। এই সাফল্যের জন্য সতীর্থদের কৃতিত্ব দিলেন তিনি। এই নিয়ে দেশের মাটিতে টানা ১৭টি দ্বিপাক্ষিক টি-টোয়েন্টি সিরিজে অপরাজিত থাকল ভারতীয় দল। পূর্ণাঙ্গ জয়ের পর সূর্যকুমার বলেন, “সকলের চেষ্টাতেই এই জয়। মাঠে সকলে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ছেলেরা। জানে আমরা কেমন ক্রিকেট খেলতে চাই। সেই মতো সকলে চেষ্টা করেছে। শিবম দুবে এবং হার্ডিক পাণ্ডের ইনিংসের কথা বলব। চাপের মুখে দারুণ ব্যাট করেছে ওরা। ওদের ইনিংসই আমাদের ভাল জয়গায় পৌঁছে দেয়।”

কৃতিত্ব দিয়েছেন বোলারদেরও। বিশেষ করে হর্ষিত রানার প্রশংসা করেছেন সূর্যকুমার। তিনি বলেন, “শিবম ফিফ্টিং করতে নামতে পারেনি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হর্ষিতকে নামানো হয়। প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে নেমে ইংল্যান্ড ভাল জয়গায় থাকলেও আমরা চাপ নিইনি। আমরা নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট তুলতে পেরেছি। এই ধরনের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আমরা অনুশীলন করি। আমাদের সবাই তাই অভ্যস্ত। জানে এমন পরিস্থিতিতে কী করতে হয়।” সিরিজের পঞ্চম ম্যাচ হবে মুম্বইয়ে। ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ মুঠোয় চলে এলেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চান ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক।

একটি উইকেট পড়ার অপেক্ষা, তাহলেই দিল্লিতে শুক্রবার ব্যাট হাতে নামবেন বিরাট

প্রথম দিনে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম ভরে গিয়েছিল বিরাট কোহলিকে দেখতে। কিন্তু প্রায় গোটা দিন ফিফ্টিং করতে দেখা গেল তাঁকে। শুক্রবার একটি উইকেট পড়লেই ব্যাট করতে নামবেন কোহলি। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে রঞ্জি ট্রফির গ্রুপ পর্বের শেষ রাউন্ড। দিল্লি খেলছে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে। যে ম্যাচ খেলতে উইকেট দিলেন সেনেন তিনি। ৫০ রান করেন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার করণ শর্মা। দিল্লির পেসার নবদীপ সাহিনি এবং স্পিনার সুমিত মাথুর তিনটি করে উইকেট নেন। দুটি করে উইকেট নেন সিদ্ধান্ত শর্মা এবং মনি গ্রেওয়াল। ১৩ বছর পর রঞ্জি খেলতে নেমেছেন বিরাট কোহলি। তাঁকে দেখতে বৃহস্পতিবার ভিডি উপচে পড়েছিল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। সাংগওয়ান (৯) এবং তিন নম্বরে নামা যশ চুল (১৭)। কোহলি চার

নম্বরে ব্যাট করতে নামবেন। ফলে শুক্রবার একটি উইকেট পড়লেই ব্যাট করতে নামতে হবে তাঁকে। কোহলির সমর্থকরা সেই আশাতেই শুক্রবার মাঠ ভরাবেন। রেলওয়েজের হয়ে উপস্থিত যাদব ৯৫ রান করেন। উত্তরপ্রদেশের এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার মাত্র ৫ রানের জন্য শতরান করার সুযোগ হারান। হঠাৎ বড় শত খেলতে গিয়ে উইকেট দিলেন সেনেন তিনি। ৫০ রান করেন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার করণ শর্মা। দিল্লির পেসার নবদীপ সাহিনি এবং স্পিনার সুমিত মাথুর তিনটি করে উইকেট নেন। দুটি করে উইকেট নেন সিদ্ধান্ত শর্মা এবং মনি গ্রেওয়াল। ১৩ বছর পর রঞ্জি খেলতে নেমেছেন বিরাট কোহলি। তাঁকে দেখতে বৃহস্পতিবার ভিডি উপচে পড়েছিল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। সাংগওয়ান (৯) এবং তিন নম্বরে নামা যশ চুল (১৭)। কোহলি চার

দর্শক। কুস্তমেলায় প্রবল ভিড়ে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। দিল্লির রঞ্জি ম্যাচেও যা পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাতে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতেই পারত। খেলা চলাকালীন মাঠেও চুকে পড়েন এক যুবক। কোহলির খেলা যাতে বেশি সফল্যকর মানুস দেখতে পারেন, সেই কারণে এই ম্যাচের কোনও টিকিট রাখেনি দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা। ফলে সকাল ৮টা থেকেই স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড় জমতে শুরু করে। তিনটি গেট দিয়ে দর্শকদের মাঠে ঢোকান ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই কারণেই এক একটি গেটের বাইরে ভিড় অনেক বেশি ছিল। সকাল ৯টা নাগাদ গেট খোলা হয়। টিকিট না থাকায় সকলেই আগে মাঠে চুকে ভাল জয়গায় বসার চেষ্টা করছিলেন। সেই কারণেই হেডাওর্ডি শুরু হয়। শুক্রবার ভিড় সামালানোর জন্য বাড়তি আয়োজন রাখতে পারে দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা।

শেষ ম্যাচের আগে ঋদ্ধিমানকে সংবর্ধনা সিএবি সভাপতি স্নেহাশিসের

১৭ বছরেরও বেশি সময় ক্রিকেট মাঠে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি। এবার তিনি কেরিয়ারের সায়াফে। বৃহস্পতিবার ইডেনে নিজের কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে নেমেছেন ঋদ্ধিমান সাহা। জাতীয় দলে খেলা শেষ বঙ্গ সন্তানকে অবসরের আগে অনন্য সম্মান দিল সিএবি। বৃহস্পতিবার ইডেনে পাঞ্জাব ম্যাচ শুরু আগে ঋদ্ধিকে সংবর্ধনা দেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। বঙ্গ চার দিন পর ক্রিকেট কিট চিরকালের মতো তুলে রাখবেন। ম্যাচের আগে আর ওয়ার্ম আপ করতে নামতে হবে না। ভোরবেলা উঠে মাঠে যাওয়ার তাড়া থাকবে

না। কিন্তু এসবের কোনওটাই ঋদ্ধিকে আবেগের সাগরে ডালিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। বরং ম্যাচের আগের দিন তিনি বলে যান, “একদিন না একদিন সবাইই ক্রিকেট ছাড়তে হয়। আমিও ছাড়ছি। তাছাড়া এতদিন এদিন সতীর্থদের উপহার পেয়ে সামান্য হাসির রেখা দেখা গিয়েছে তাঁর মুখে। ঋদ্ধি নিজে আবেগতড়িত না হলে কী হবে, তাঁর সতীর্থরা কিন্তু বড্ড আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছেন। উইকেটরক্ষকের হাতে সতীর্থদের সেই করা একটি জার্সি তুলে দেন স্নেহাশিস। সঙ্গে উপহার একটি ফুলের তোড়া এবং শালা। স্নেহাশিস বলেছিলেন, “ঋদ্ধির কেরিয়ারটা

না। কিন্তু এসবের কোনওটাই ঋদ্ধিকে আবেগের সাগরে ডালিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। বরং ম্যাচের আগের দিন তিনি বলে যান, “একদিন না একদিন সবাইই ক্রিকেট ছাড়তে হয়। আমিও ছাড়ছি। তাছাড়া এতদিন এদিন সতীর্থদের উপহার পেয়ে সামান্য হাসির রেখা দেখা গিয়েছে তাঁর মুখে। ঋদ্ধি নিজে আবেগতড়িত না হলে কী হবে, তাঁর সতীর্থরা কিন্তু বড্ড আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছেন। উইকেটরক্ষকের হাতে সতীর্থদের সেই করা একটি জার্সি তুলে দেন স্নেহাশিস। সঙ্গে উপহার একটি ফুলের তোড়া এবং শালা। স্নেহাশিস বলেছিলেন, “ঋদ্ধির কেরিয়ারটা

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণুবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

বিদ্যাদেবীর আরাধনায় ব্রতী শিক্ষার্থীরা উৎসবের রেশ থাকবে সোমবারও



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি: বিদ্যাদেবী সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে রবিবার রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্থানের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। এবার দুইদিন শ্রীপঞ্চমী তিথি থাকায় সোমবারই রাজ্যের বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা সম্পন্ন করা হয়েছে।

'ওঁ জয় দেবী চরাচর সারে, কৃচুগু শোভিত মুক্তাহারে। বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবী নমস্কৃত্যে'। এই মন্ত্রে দেবী বন্দনার মধ্য দিয়েই রবিবার রাজ্যের বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা সম্পন্ন করা হয়। এবার শ্রীপঞ্চমী তিথি দুইদিন থাকতে আগামীকাল রাজ্যের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা সম্পূর্ণ করা হবে। এদিন রাজধানীর উমাফাড়া বিদ্যালয় সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল থেকেই বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ভক্তির ভরে মা সরস্বতীর বন্দনায় মেতে ওঠে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। এছাড়াও রাজধানীর বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এদিন সরস্বতী পূজা সম্পন্ন হয়েছে।

রবিবার বেলা ১২:২৯ মিনিট থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ সোমবার সকাল ৯:৫৯ পর্যন্ত থাকবে পঞ্চমী তিথি। তবে মূলত যেদিন তিথি ছাড়ে সেদিনই পূজা হয়ে থাকে। তবে কেউ কেউ এবছর রবিবারেই করে নিচ্ছে সরস্বতী পূজা। তাই রবিবারও বিদ্যাদেবী সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের পাশাপাশি আগরতলা শহরের বেশ কিছু স্কুলে রবিবার দেবী বন্দনায় ব্রতী হতে দেখা যায়। ফলে সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা সকাল থেকেই ভীড় জমাতে দেখা গেছে।

এদিকে, বিভিন্ন হিন্দু পঞ্জিকা মতে আজ এবং আগামীকাল এই দুইদিন বসন্ত পঞ্চমী তথা সরস্বতী পূজা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের তথা বাজারগুলোর মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে। একই ছবি লক্ষ্য করা যায় শহর কল্যাণপুরে।

কল্যাণপুর জুড়ে সরস্বতী পূজার আবেহ আজ সকাল থেকেই জমজমাট ভিড় পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকারের প্রতিমার দোকানগুলোতে যেমন সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল, তিক একইরকমভাবে ফলের দোকান থেকে গুরু করে অন্যান্য প্রসাদাদি সামগ্রীর দোকানগুলোতে সকাল থেকেই ভিড় জনজাতি বিভিন্ন অংশের মানুষের মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের সাথে কথা বলার পরিপ্রেক্ষিতে জানা গেছে এবার সাধারণ মানুষ প্রচণ্ড উৎসাহের মধ্যেই দেবী সরস্বতীর বন্দনায় মেতে যে উদ্ভেদে চলেছেন, তা যেন বাজারের জমজমাট আবেহ প্রমাণ করে চলেছে।

অপরদিকে, তিথি অনুযায়ী এবছর রবি ও সোমবার বাগদেবী সরস্বতীর পূজা হচ্ছে। তাই এখনও চলছে পূজার কোলাহল। আবার কিছু ক্ষেত্রে সকাল থেকেই বিভিন্ন মন্ডলে ঘরে ঘরে পূজাচর্চা চলছে মা সরস্বতীর। কিন্তু ব্রহ্মমুন্ডের উর্ধগতি অনেককে পূজা উৎসাহে নিরুৎসাহিত করে দিয়েছে, ফলে ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত।

মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতেই মূলত সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আজ বেলা ১২:২৯ মিনিট থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯:৫৯ পর্যন্ত থাকবে পঞ্চমী তিথি। ফলে দুদিনই গৃহস্থের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হবে সরস্বতী পূজা। তবে বাজারে গিয়ে যা হাল দেখা গেল ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। বিভিন্ন বাজারের বিক্রেতারা জানিয়েছেন, এবার ক্রেতাদের সংখ্যা খুবই কম। ফলে বৈচ্যকেনা খুব একটা ভালো নয়। একই অবস্থা মুর্শিদাবাদেরও। এদিকে ক্রেতারাও জানিয়েছেন, মূল্যবৃদ্ধির ফলে অনেকেই সরস্বতী পূজা করতে চান না।

এদিকে, আজ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ঘরে ঘরে পূজা হচ্ছে বিদ্যাদেবী সরস্বতী। পূজাতেই বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল অমূল্য আনন্দ আর উদ্দীপনা। হতুদ রঙের পোশাক পরে পূজার আনন্দ উপভোগ করতে অনেকেই দেখা যাচ্ছে।

দিল্লিতে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি

আত্মবিশ্বাস বিধুরির নয়াদিগ্নি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন বিজেপি নেতা রামবিহার সিং বিধুরি। তিনি বলেছেন, 'দিল্লিতে বিজেপি আসতে চলেছে। জনগণ আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে বেছে নেবে। আমরা ৫৫টি আসন জিততে চলেছি। আমরা জল-সহ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রাখব। দিল্লির সকল মানুষের জন্য বিদ্যুৎ এবং উন্নত রাস্তা তৈরি করা হবে।' আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি রাজধানী দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন, ফলাফল ঘোষণা হবে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি। রাজধানী দিল্লিতে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা। প্রচারে খামতি রাখছে না কোনও দলই।

সরস্বতী পূজায় উত্তাল যোগেশচন্দ্র কলেজ, শিক্ষামন্ত্রীকে ঘিরে স্লোগান

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): হাই কোর্টের নির্দেশে পুলিশ নিরাপত্তায় সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয়েছে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে। রবিবার দুপুরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাতী বসু সেখানে পৌঁছতেই স্লোগানে ফেটে পড়েন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের পড়ুয়ারা। তাঁদের অভিযোগ, চক্রান্ত করে তাঁদের ক্যাম্পাসে পূজা করতে দেওয়া হয়নি। এখানেই শেষ নয়, দিনের পর দিন তাঁদের নানারকম হুমকি দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা। অশান্তির মাঝেই বিক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন ব্রাতী বসু।

ভিতরে যখন আইন বিভাগের পূজা চলছে, তখন বাইরে ব্যানার টাঙিয়েছেন ডে কলেজের পড়ুয়ারা। সেখানে অধ্যক্ষ পঙ্কজ রায়কে নিশানা করা হয়েছে।

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে সরস্বতী পূজার প্রস্তুতিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। মামলা গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে।

ওই মামলাতেই পুলিশ ঘেরাটোপে সরস্বতী পূজার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। রবিবার সরস্বতী পূজার দিন এ বিষয়ে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এদিন সোশ্যাল

মিডিয়ায় বলেন, 'কোনটা যাশোর, রংপুর, ঢাকা আর কোলকাতা কলকাতা, বেলডাঙা, ডায়মন্ড হারবার বুঝতেই পারবেন না। ওপার বাংলা আর এপার বাংলাকে মিলিয়ে দিলেন মুহাম্মদ ইউনুস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশকে অনুকরণ করে সশস্ত্র বাহিনীর নিরাপত্তায় পূজার রেওয়াজ এপার বাংলার চাচু করা হলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ ক্যাম্পাসে পূজা হচ্ছে, না সন্ত্রাসবাহী হামলা প্রতিরোধের

মহড়া চলছে বোধগম্য হচ্ছে না। সনাতন সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানা বাংলাদেশে যতটা সহজ, পশ্চিমবঙ্গেও সেই কৃষ্ণকর্ণ ধারার আদমাদনী আগেই করা হয়েছিল তুষ্ণিকর্ণের রাজনীতি কে বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে। এ তো সবে শুরু, এখনো অনেক দেখা বাকি আছে।' উল্লেখ্য, এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নিয়ে একাধিক ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেন শুভেন্দু। ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা 'ওপার এপার একাকার, সনাতনীদেব হাহাকার'।

সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। আমাদের সংযোগ ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে একটি। আমরা বিশ্বাস এবং আধ্যাতিকতার বন্ধন ভাগ করি। প্রধানমন্ত্রী মৌদী বলেছেন, 'ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণের জন্য, আমাদের সম্পর্ক নিছক ছু-বাহু নৈতিক স্বার্থের বাইরে; এটি শতাব্দী প্রাচীন

সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। আমাদের সংযোগ ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে একটি। আমরা বিশ্বাস এবং আধ্যাতিকতার বন্ধন ভাগ করি। প্রধানমন্ত্রী মৌদী বলেছেন, 'ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণের জন্য, আমাদের সম্পর্ক নিছক ছু-বাহু নৈতিক স্বার্থের বাইরে; এটি শতাব্দী প্রাচীন

সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। আমাদের সংযোগ ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে একটি। আমরা বিশ্বাস এবং আধ্যাতিকতার বন্ধন ভাগ করি। প্রধানমন্ত্রী মৌদী বলেছেন, 'ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণের জন্য, আমাদের সম্পর্ক নিছক ছু-বাহু নৈতিক স্বার্থের বাইরে; এটি শতাব্দী প্রাচীন

সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। আমাদের সংযোগ ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে একটি। আমরা বিশ্বাস এবং আধ্যাতিকতার বন্ধন ভাগ করি। প্রধানমন্ত্রী মৌদী বলেছেন, 'ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণের জন্য, আমাদের সম্পর্ক নিছক ছু-বাহু নৈতিক স্বার্থের বাইরে; এটি শতাব্দী প্রাচীন

সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। আমাদের সংযোগ ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে একটি। আমরা বিশ্বাস এবং আধ্যাতিকতার বন্ধন ভাগ করি। প্রধানমন্ত্রী মৌদী বলেছেন, 'ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণের জন্য, আমাদের সম্পর্ক নিছক ছু-বাহু নৈতিক স্বার্থের বাইরে; এটি শতাব্দী প্রাচীন

সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। আমাদের সংযোগ ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে একটি। আমরা বিশ্বাস এবং আধ্যাতিকতার বন্ধন ভাগ করি। প্রধানমন্ত্রী মৌদী বলেছেন, 'ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণের জন্য, আমাদের সম্পর্ক নিছক ছু-বাহু নৈতিক স্বার্থের বাইরে; এটি শতাব্দী প্রাচীন

সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। আমাদের সংযোগ ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে একটি। আমরা বিশ্বাস এবং আধ্যাতিকতার বন্ধন ভাগ করি। প্রধানমন্ত্রী মৌদী বলেছেন, 'ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণের জন্য, আমাদের সম্পর্ক নিছক ছু-বাহু নৈতিক স্বার্থের বাইরে; এটি শতাব্দী প্রাচীন

সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। আমাদের সংযোগ ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে একটি। আমরা বিশ্বাস এবং আধ্যাতিকতার বন্ধন ভাগ করি। প্রধানমন্ত্রী মৌদী বলেছেন, 'ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণের জন্য, আমাদের সম্পর্ক নিছক ছু-বাহু নৈতিক স্বার্থের বাইরে; এটি শতাব্দী প্রাচীন

সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। আমাদের সংযোগ ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে একটি। আমরা বিশ্বাস এবং আধ্যাতিকতার বন্ধন ভাগ করি। প্রধানমন্ত্রী মৌদী বলেছেন, 'ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণের জন্য, আমাদের সম্পর্ক নিছক ছু-বাহু নৈতিক স্বার্থের বাইরে; এটি শতাব্দী প্রাচীন

খোয়াইয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের জন্মদিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ ফেব্রুয়ারি।। জনশিক্ষা আন্দোলনের পুরোধা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের ১১০তম জন্ম দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় রবিবার খোয়াইয়ের আমপুরাস্থিত দশরথ দেব স্মৃতি পার্কে। জনশিক্ষা আন্দোলনের পুরোধা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের ১১০তম জন্মদিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রথমেই উনার প্রতিকৃতিতে ফুলমালা দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন অনুষ্ঠানে আয়োজিত হয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, সিপিআইএম খোয়াই জেলা সম্পাদক পদ্যকুমার দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

এদিন দশরথ দেবের জীবনী নিয়ে পরবর্তীতে এক সংক্ষিপ্ত সভা আয়োজিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধীদল নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর দশরথ দেবের জীবনী এবং রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন।

দিন দুপুরে দুঃ সাহসিক চুরি আড়ালিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। দিন দুপুরে বাড়িতে লুটপাট করলে চোরের দল। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে আগরতলা আড়ালিয়া শান্তিপাড়া এলাকার দিলীপ দেবনাথের বাড়িতে। স্বর্গালংকার সহ নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দেয় চোর।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, দিলীপ দেবনাথ উনার স্ত্রী এবং দুই পুত্র থাকেন বাড়িতে। প্রতিদিন সকালে দিলীপ দেবনাথ এবং ওনার স্ত্রী কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। রবিবার দিনও যথারীতি তারা সকালে বেরিয়ে যান। ওনার ছেলে দুপুরে প্রায় একটা নাগাদ ঘরকে তাল্লা বন্ধ করে বেরিয়ে যায়। ঘটনা জানে পর বাড়িতে এসে দেখতে পায় ঘরের জানালা ভাঙা। ঘরের ভেতরে সবকিছু লুণ্ঠিত করা। তড়িঘড়ি তার বাবাকে ফোন করে ছেলে।

ঘরের ভেতর প্রবেশ করে তারা দেখতে পান আলমারিতে থাকা নগদ ২৯ হাজার টাকা, সোনার চেইন, সোনার কানের দুল, বিভিন্ন দামি শাড়িসহ মাটির ভারে থাকা টাকাও নিয়ে গেছে চোরের দল। দিলীপ দেবনাথের পুত্র, এলাকার নেশায় আসক্ত যুবকরাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। দিন দুপুরে ঘটনা খবরকের পত্রিকায় এইখবর ঘটাতেই গোট্টা এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রয়াত হলেন খোয়াই'র প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ ফেব্রুয়ারি।। প্রয়াত হলেন খোয়াই'র প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি প্রফুল্ল চন্দ্র দাস। প্রয়াতের মরহুদে দলীয় পতাকা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন দলীয় কর্মীবৃন্দ।

প্রফুল্ল চন্দ্র দাস দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং মুক্তের জন্য অনেক কাজ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর মৃত্যুতে দলীয় কর্মী ও স্থানীয়দের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মুক্তের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, শনিবার রাতে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে রবিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিজেপির জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে দেবদারু বাজারে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। ভারতবর্ষের জনজাতির মহামান্য ছিলেন বিজেপির জনজাতি রাহুল গান্ধী কর্তৃক অপমানের প্রতিবাদে জানিয়ে ৩৮ জনমজয় ত্রিপুরা, এমডি সি জেলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপি সঞ্জীব রিয়াং, জেলাইবাড়ী জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে বিজেপির মন্ডল সভাপতি

বিজেপির জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে দেবদারু বাজারে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল

আজ দেবদারু বাজারে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপির মন্ডল সভাপতি ছিলেন বিজেপির জনজাতি মোর্চার মন্ডল সভাপতি সমন্বয় ত্রিপুরা, এমডি সি সঞ্জীব রিয়াং, জেলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি

দমদম বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামায় বিঘ্ন, কুয়াশায় ভোগান্তি

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ঘন কুয়াশার পরিপ্রেক্ষিতে দুশমানতা কমে যাওয়ার কারণে দমদম বিমানবন্দরে রবিবার স্বাভাবিক পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। অবতরণের ক্ষেত্রে যেমন সমস্যা হয়েছে তেমন সমস্যা সৃষ্টি অনুযায়ী বিমান উড়তে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। দমদমে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এই ছবি ভোর ৫.৪০ মিনিট থেকে সকাল ৮.০০টা পর্যন্ত। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় তরফেও এক বিবৃতিতে তা স্বীকার করে দেওয়া হয়েছে।

খুব সকালের দিকে, পৌনে ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত এই বিপত্তি চলেছে। দুশমানতা কম থাকায় স্বাভাবিকভাবেই একটি বিমান যেমন সময়ে নামতে পারেনি ১০টি বিমানও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই উড়ে যায় নি। ঢাকা থেকে কলকাতাগামী বিমানের অবতরণের জন্য রুট ঘুরিয়ে অন্যত্র পাঠানো হয়। অনুপযুক্ত আবহাওয়ার কারণে বিমান ছাড়তে দেরি থাকায় যাত্রীদের সংশ্লিষ্ট বিমান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য লাইভে অপেক্ষায় থাকা সকলকেই জানিয়ে দেওয়া হয় বিমান যাত্রীদের।

কমপ্লেক্সে মৃত্যু তিন শ্রমিকের

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কলকাতায় নিকারি নালা পরিষ্কার করতে নেমে তলিয়ে গেলেন তিন শ্রমিক। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে লোদার কমপ্লেক্স থানা এলাকায়। ঘটনায় তিন শ্রমিকেরই মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম ফরজৎজ শেখ, হাসি শেখ এবং সুমন সর্দার।

সূত্রের খবর, এলাকার ওই নালার রাসায়নিক মিশ্রিত জল জমে গিয়েছিল। কে এমডি এ-এর উদ্যোগে সেটি পরিষ্কার করার কাজ চলছিল। ওই কাজেই নিমুক্ত ছিলেন তিনজন শ্রমিক। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলেও তাঁরা ওই নালার ভিতর থেকে বের না হলে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। এরপর এলাকায় চাক্ষুষ হস্তিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় লোদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। ডাকা হয় উদ্ধারকারী দলকে। এমনকী শ্রমিকদের খোঁজ নামানো হয় ডুবুরিকেও। প্রায় ঘটনাস্থল থেকে তিনজন শ্রমিককে নালার ভিতর থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দমবন্ধ হয়েই তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই, মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান মেয়র ফিরোজ হাকিম। তিনি এই ঘটনায় ইতিবাঞ্ছিত রিপোর্ট তলব করেছেন।

জলপাইগুড়িতে অজ্ঞাত পরিচয় শ্রৌচের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

জলপাইগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জলপাইগুড়িতে রাস্তার মাঝে অজ্ঞাত পরিচয় শ্রৌচের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার। রবিবার সকালে হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি রোডে ঘুঘুডাঙা এলাকায় দেহটি উদ্ধার হয়েছে। দিনও যথারীতি তারা সকালে বেরিয়ে যান। ওনার ছেলে দুপুরে প্রায় একটা নাগাদ ঘরকে তাল্লা বন্ধ করে বেরিয়ে যায়। ঘটনা জানে পর বাড়িতে এসে দেখতে পায় ঘরের জানালা ভাঙা। ঘরের ভেতরে সবকিছু লুণ্ঠিত করা। তড়িঘড়ি তার বাবাকে ফোন করে ছেলে।

শ্রৌচের মাথায় গুরুতর চোট ছিল বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, কোনও গাড়ির ধাক্কায় ওই শ্রৌচের মৃত্যু হয়েছে।

কংগ্রেস ও এএপি-র জন্য দিল্লিতে কোনও উন্নয়নই হয়নি : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টিতে একযোগে আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা তথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস ও এএপি-র জন্য দিল্লিতে কোনও উন্নয়নই হয়নি। প্রাচীন রীতি মেনে এদিন রূপোর ঘটের মধ্যে নতুন গুড় ভর্তি করে শোভাযাত্রা বের করা হয়। মহিলা টাকীদের ঢাক বাস, গ্রাম্য শিল্পীদের নৃত্য সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিভ্রমণ করে। মধ্যাহ্নে শুরু হয় সিদ্ধিদাতার পূজাচর্চা ও হোমযজ্ঞ। প্রায় ৩০০ বছর আগে একদল সাধু ওড়িশা যাওয়ার পথে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে প্রায় ৪ ফুট উচ্চতার একটি কষ্টিপাথরের গণেশ মূর্তি ফেলে যান। অনুমান করা হয়, বেনারস থেকে মূর্তিটি ওড়িশা নিয়ে যাচ্ছিলেন সাধুরের দলটি। তবে কোনও কারণে অসুবিধা সৃষ্টি হলে তাঁরা নদীর তীরে মূর্তিটি রেখে যায়। স্থানীয়রা মূর্তিটি দেখতে পেয়ে মৌদক (ময়রা) সম্প্রদায়ের কাছে জানান। এরপর মৌদকরা সেই মূর্তি নিয়ে এসে নুনগোলারোডে স্থাপন করে পূজা শুরু করেন। পরে সেখানে মন্দির তৈরি হয়। বর্তমানে বাঁকুড়া শহরে প্রায় ৮০০ মৌদক পরিবার রয়েছে। প্রত্যেক পরিবার এই পূজায় অংশগ্রহণ করে।

রীতি অনুযায়ী, এদিন প্রতি মৌদক পরিবারের নতুন গুড় ভর্তি ঘট সিদ্ধিদাতার শ্রীক হিসেবে পূজিত হয়। বাড়ির প্রতিটি সদস্য পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে উপাসনা ভঙ্গ করেন।

দিল্লির আপদা পার্টি এখানে ১১ বছর নষ্ট করেছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লির আম আদমি পার্টির সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নারেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, দিল্লির আপদা পার্টি এখানে ১১ বছর নষ্ট করেছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, দিল্লির প্রতিটি পরিবারের কাছে আমার অনুরোধ স্পষ্ট হলে দিল্লির জনগণের সেবা করার সুযোগ দিন। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, আপনাদের প্রতিটি বামোলা, প্রতিটি সমস্যা শেষ হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী রবিবার দিল্লির আর কে পুরমে একটি জনসভায় বক্তৃতা রাখেন।

জালাউন, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত জেলাহপুর জঙ্গলে রবিবার দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। জানা যায়, গ্রামবাসীরা এদিন জঙ্গলে দেখতে পান যে, দুই ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে। স্থানীয়রা খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।

দুই পুলিশ অধিকারিক জানান, স্থানীয় লোকজন মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এখনও নিহতের পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

দিল্লির আপদা পার্টি এখানে ১১ বছর নষ্ট করেছে : প্রধানমন্ত্রী